মোহন-মাধুরী

(নাটিকা)

শ্রীঅভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ,
প্রণীত।

মূল্য ॥০ আনা।

Printed by N. Mukherjee
AT GUPTA, MUKHERJEE & CO.'S PRESS
1, Wellington Square, Calcutta.

উৎসর্গ-পত্র।

মা!

বড় আদরের মোহন-মাধুরী
সঁপিলাম শ্রীচরণে।
তোমার কৃপায় হ'ল অভিনীত
লভি সফলতা ধনে॥

প্রণত—
অভয়।

দাৰ্জ্জিলিং,
১লা মে ১৯১৭।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ।

মহাদেব	...	......
বীরকেশর	...	ব্যাধরাজ।
সত্যশীল	...	মন্ত্রী।
ধনপতি রঙ্গরাজ	...	সভাসদ্গণ।
নীলাম্বর	...	জনৈক কুলীন কিন্তু দরিদ্র ব্যাধ।
মোহন	...	নীলাম্বর পুত্র।

নন্দী, ভৃঙ্গী, রামদীন, দ্বারবান, তৃতীয় সভাসদ্, কাপালিক, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

গৌরী	...	......
লীলাবতী	...	ব্যাধরাজ মহিষী।
মাধুরী	...	ঐ কন্যা।
এলোকেশী	...	নীলাম্বরের পত্নী।
মল্লিকা তরলিকা	...	মাধুরীর সখিদ্বয়।

জয়া, বিজয়া, বৃদ্ধা পুরবাসিনী, জনৈক প্রতিবাসিনী, বনদেবী ও সখীগণ, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

মোহন-মাধুরী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা।

(রাজা বীরকেশর সিংহাসনে সমাসীন, উভয় পার্শ্বে মন্ত্রী ও অন্যান্য সভাসদ্‌বর্গ নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট।)

রাজা। মন্ত্রিবর !
ছদ্মবেশে মম রাজ্যে দেখিনু সকলি
তন্ন তন্ন করি ; মাঠ, কানন, প্রান্তর,
উপত্যকা, নদীতট, গিরি-নির্ঝরিণী
ভ্রমেছি সকলি আমি ; কিন্তু নাহি দেখি
কোন স্থানে দরিদ্রের বাস। গৃহে গৃহে
নিরন্তর কলরব, নাহিক ক্রন্দন।

ভাসিতেছে মম প্রজা আনন্দের নীরে,
হাসিতেছে শস্যক্ষেত্রে শস্য-শ্যাম-ধরা।
স্থানে স্থানে ব্যাধগণ দলবদ্ধ হ’য়ে
কহিছে সুখের কথা। আমার শাসনে
সকলেই সুখী, দুখী কেবল তস্কর
পরদ্রব্য হরণের সুবিধা অভাবে।
প্রজাই রাজার পুত্র। প্রজাদের সুখে
কি যে সুখ উপজিল মনে, সচিবেশ!
না পারি বর্ণিতে। আহা! ঈশ্বর-কৃপায়
চিরদিন এই সুখ যেন প্রজা পায়।

মন্ত্রী। মহারাজ!
আপনার সুশাসনে প্রজা সব সুখী,
আপনার সুশাসনে দস্যু-দল দুঃখী,
আপনার পুণ্যবলে নাহি রোগ শোক,
আপনার সুবিচারে তুষ্ট সর্ব্বলোক।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, সব সুখময় দেখি,
নাহি হেরি কোন স্থানে বিষাদের লেশ,
কিবা সুমধুর শান্তি-হর্ষ-সমাবেশ।

ধনপতি। আঃ তার আর কথা কি। মহারাজের রাজ্যে যে সকলেই সুখী, এ কথা কোন্ নিমক্‌হারাম্ অস্বীকার কর্‌বে। এই আমাদের দিয়েই দেখনা কেন। আমরা যে পায়ের উপর পা দিয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে

সুখস্বচ্ছন্দে দিন গুজরাণ কচ্চি এ কেবল মহা-রাজেরই অনুগ্রহে।

রঙ্গরাজ। আহা, তা ত বটেই। তবে কিনা সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ কোন জিনিষ সচরাচর নাকি দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, তাই আমাদের এই রাজ্যটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'তে হ'তেও একটুখানি খুঁত রয়ে গেছে। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরই বলতে হ'বে; তবে ঐ খুঁতটুকু পূরণ হ'লেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরের উপর আরও এক-কাঠি সরেশ হ'য়ে দাঁড়াবে।

রাজা। কি কি রঙ্গরাজ, আমার রাজ্যে তুমি কি খুঁত দেখেছ?

রঙ্গ। (করযোড়ে) আজ্ঞা খুঁত এমন কিছু নয়। তবে মহারাজ! সাহস না দিলে বল্‌তে পারি না।

রাজা। বল তোমার কোন ভয় নাই।

রঙ্গ। বলছিলুম কি এই যে মহারাজের রাজ্যে সবই ভাল, কেবল একটী বিষয়ে একটুখানি অপ্রতুল আছে। সেটী আর কিছু নয়——আপনার রাজ্যে একটী দান-ছত্র থাকিলেই সোনায় সোহাগা হয়।

রাজা। কি? কি?

রঙ্গ। (করযোড়ে) আজ্ঞা একটী দান-ছত্র, যেখানে ভিক্ষুক-দিগের অবারিত দ্বার, যে খেতে না পায় সে যেখানে উদর পূরিয়া ভোজন করিতে পারে। তা হলে সময় বিশেষে এ গরীব ব্রাহ্মণেরও অনেক উপকার হ'তে পারে।

ধনপতি। কাজেই। ব্রাহ্মণীর ঝাঁটা খেয়ে তখন ত আর পেট ভর্‌বে না।

রাজা। ও এই কথা; তা সেটা না হয় তোমার পুত্রের বিবাহের সময়ই করা যাবে, কি বল? সে সময় দান-ছত্র খুলিলে, তোমার ব্রাহ্মণভোজন, শূদ্রভোজন ও ইতরভোজন ও চাই কি রাজ্যশুদ্ধ সকলের ভোজনের বিলক্ষণ সুবিধা হ'তে পার্‌বে।

রঙ্গ। মহারাজ! অমন আজ্ঞা করবেন না; ব্রাহ্মণভোজনের উপর আমার ব্রাহ্মণী বিলক্ষণ চটা।

রাজা। কেন, কেন?

রঙ্গ। আজ্ঞা ব্রাহ্মণী বলেন যে শাস্ত্রে আছে গোব্রাহ্মণ হিতায় চ, তা আমি যখন গোপার্ব্বন করি তখন আমার আবার ব্রাহ্মণভোজন করাবার দরকার কি?

রাজা। আচ্ছা সে কথা থাক্। বলি তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনীর কি অন্য কোন সাধ যায় না?

রঙ্গ। মহারাজ! সে আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী কি বল্‌চেন, সাত জন্ম তপস্যা কর্‌লে আমি তার অর্দ্ধাঙ্গ হ'তে পারি কি না সন্দেহ।

(জনৈক দ্বারবানের প্রবেশ)

দ্বারবান। (অভিবাদন করিয়া) মহারাজ! দ্বারদেশে এক জন ব্যাধ আপনার সহিত সাক্ষাৎ-কামনায় দণ্ডায়মান। অনুমতি হয় ত রাজ সভায় আসিতে বলি।

রাজা। আচ্ছা, তাহাকে আসিতে দাও।

দ্বারবান। (অভিবাদন করিয়া) যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান]

(ভেট হস্তে নীলাম্বরের প্রবেশ)

নীলাম্বর (সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক) মহারাজ! প্রণাম হই। আপনার সুশাসনে এ দীনের ঐহিক পারত্রিক সমস্তই মঙ্গল। আজ আমার বড় শুভদিন। কিছু দিন হ'ল, আপনার একটী প্রজাবৃদ্ধি হইয়াছে। আর সেই শুভাদৃষ্ট বশতঃই আজ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ আপনার দর্শন পাইয়াছি। মহারাজ! আপনি গরীবের মা বাপ, আপনার এই গরীব প্রজার ভক্তি-নিদর্শন-স্বরূপ এই যৎসামান্য উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া আমায় কৃতার্থ করুন।

রাজা। (ভেট দৃষ্টে) কোই হ্যায়রে ?

(নেপথ্যে) যাতা হোঁ ধর্ম্মাবতার।

(এক জন দ্বারবানের প্রবেশ।)

রাজা। রামদীন, তুমি একে চিত্রগৃহে নজরবন্দী করিয়া রাখ, (নীলাম্বরের প্রতি) তুমি এখন এর সঙ্গে যাও।

[নীলাম্বর ও রামদীনের প্রস্থান।]

রাজা। মন্ত্রিবর!

বৃথা মম রাজ নাম, বৃথা এই রাজ্য,
বৃথা মম অহঙ্কার। এতক্ষণ আমি
মায়াঘোরে আচ্ছাদিত হইয়া কেবল

মনে করেছিনু, রাজ্যে সকলেই সুখী।
মরুভূমে পিপাসায় কাতর পথিক
মৃগতৃষ্ণিকায় দেখি যথা মনে করে,
অই জল দেখা যায়। কি ভ্রম! কি ভ্রম!
এই নীলাম্বর, দেখ, এ রাজ্যের প্রজা,
দরিদ্রের একশেষ কিন্তু এই ব্যাধ।
যেই উপহার আজি দিয়েছে আমায়,
দীন হীন ভিখারীও নাহি দেয় তাহা
রাজার সমীপে ধরি। মম রাজ্যে হায়!
কেন এত অকিঞ্চন নির্ধনের বাস?
এত যে যতন মম প্রজার কারণ,
তাদের সুখের তরে এত পরিশ্রম,
সকলি কি বৃথা হল? নিদারুণ বিধি,
এই কি হে ছিল ভালে? অহ পরিতাপ!

(ক্ষণেক চিন্তিয়া)

আচ্ছা এর প্রতীকার অবশ্য করিব;
মম রাজ্যে নাহি হবে ভিক্ষুকের স্থান।
হয় এরে রাজ্য হতে করি বহিষ্কৃত
ঘুচাব সকল পাপ। নতুবা ইহারে
কারাগারে সাতদিন বন্দী করি রাখি'
দিব সমুচিত শাস্তি, যা থাকে কপালে:

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান।

(লতাকুঞ্জ মধ্যে মল্লিকা ও তরলিকা আসীনা।)

(গীত)

ফুল তুলি আয়লো সজনি।
(মালা গাঁথিব, মালা গাঁথিব মনের সাধে)
জাঁতি, যূতি, শেফালিকা, মালতী আর মল্লিকা,
মতিয়া, বেল আর চামেলী টগোর—
খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি,
মিনি স্থতার হার যে গাঁথে তারে বলি গাঁথনী।
ভালবাসে রাজবালা, মালা লয়ে করে খেলা,
গাঁথিয়া চিকণমালা পরাব খোঁপায়—
ফুলের মুকুট শিরে, কত শোভা করে,
ফুলের অঙ্গে ফুলের ভূষণ, ফুলে ফুলে গাঁথনী।

মল্লিকা। আচ্ছা ভাই তরলিকা, তুই বল্‌তে পারিস্, কেন আমাদের রাজকন্যা আজকাল সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক। বসে বসে কি যে মাথা মুণ্ড ভাবেন, তার কিছুই কুল কিনারা পাওয়া যায় না।

তরলিকা। তুই ভাই হাঁসালি। ওলো, রাজকুমারী যে কি জন্য এত ভাবে এর কারণ, যে নেহাত বোকা সেও বলে দিতে পারে।

মল্লিকা। তবে আমি বুঝি তারও চেয়ে বোকা? আচ্ছা তুই বল দেখি, তা হ'লে আমি তোকে খুব বুদ্ধিমতী বল্‌ব।

তরলিকা। তবেই ত আমার চারটা হাত পা বেরুবে। তা হচ্চে না, আগে বল্ কি দিবি। তারপর না হয় তোমায় রাজকুমারীর চিন্তার কারণ বলা যাবে।

মল্লিকা। তুই যা চাবি তাই পাবি।

তরলিকা। সত্যি নাকি। ওমা কি হবে, তবে নাকি মল্লিকা আমার কিছুই জানেনা। আমি ভাবি, মল্লিকা আমার বনের মল্লিকা, ওমা তা নয়। মল্লিকা আমার চতুরের শিরোমনি!

মল্লিকা। আচ্ছা ভাই আমি তোকে কি বল্লুম যে তুই আমায় এত কথা শুনিয়ে দিলি?

তরলিকা। ওই যে বল্লি তুই যা চাবি তাই পাবি, আমি হাবী বলি—আর আমায় এক 'তাই' দিয়ে ঠকিয়ে দাও। আবার ন্যাকামি হচ্ছে দেখ, যেন কিছুই জানেন না।

মল্লিকা। সত্যি ভাই তরলিকা, আমি যখন ওকথা বলেছিলুম তখন ও মনে করে বলিনি; তুই ভাই রাতকে দিন

কর্ত্তে পারিস্। তা যাক্ ভাই ও সব কথা, এখন কাজের কথা বল্।

তরলিকা। কাজের কথার মধ্যে প্রথম কথা এই যে নদী এখন পাহাড়ের আশ্রয় ছাড়িয়া সমুদ্রের দিকে যাইতে বসিয়াছে, বুঝলি ?

মল্লিকা। কতক কতক। আচ্ছা ভাই কার এমন কপালের জোর, যাকে রাজনন্দিনী ভালবাসার চক্ষে দেখেচেন।

তরলিকা। অন্দাজ কর্না।

মল্লিকা। তুই হাঁসবি না ত ?

তরলিকা। হাঁসবার কথা না হ'লে হাঁসব কেন ?

মল্লিকা। দেখ্ ভাই যদি কুলে শীলে রাজকন্যার সমান পাত্র তাঁর মনোনীত হ'য়ে থাকে, তা হ'লে অরিন্দমের রাজপুত্রই ভাবী রাজ-জামাতা।

তরলিকা। দূর্ সে ছেলে মোটেই ভাল নয়, তার হাতে রাজকন্যাকে সঁপে দেওয়া আর বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা দেওয়া একই কথা।

মল্লিকা। তা যেন হ'ল। আচ্ছা মন্ত্রীপুত্র অঙ্গনাথ ?

তরলিকা। দূর্ পাগলি, সে যে রোগা, কালো, আবার বাঁকা, যেন ত্রিভঙ্গমুরারী।

মল্লিকা। না ভাই তোর সঙ্গে আমি পার্ব না। আমি যার নাম কর্ব তুই একটা না একটা খুঁত বার কর্বি।

তরলিকা। তোর আর নাম কর্‌তে হ'বে না, চ, রাজকুমারী কি কচ্চে দেখিগে।

[উভয়ের প্রস্থান]

(মাধুরীর প্রবেশ।)

মাধুরী।

গীত।

কেন প্রাণ কাঁদে কে জানে।
কেন বা বহেগো নীর দুটী নয়নে।
কেন ভাল বিকাল বেলা, নাহি লাগে ছেলে খেলা,
কেন বা ফুল্ল কুসুম নাহি ধরে মনে—
বল মন তোমার কথা, কেন শুধু পাওলো ব্যথা,
হতেছে যা দাওলো বলে, কাজ কি গোপনে॥

প্রিয়সখীরা ত অনেকক্ষণ ফুল তুল্‌তে গেছে। এখনও ফিরে আস্‌চে না কেন?

(সহসা মোহনের বেগে প্রবেশ)

ওকি মোহন, কি হয়েচে, অমন কচ্চ কেন?

মোহন। মাধুরী! সর্ব্বনাশ হয়েছে; বাবাকে, তোমার বাপ, কি কারণে বল্‌তে পারি না, নজরবন্দী করে রেখেছেন।

মাধুরী। অ্যাঁ সে কি, আমি এখনই চল্লুম।

মোহন। না মাধুরী! দাঁড়াও, তুমি ছেলে মানুষ; তুমি কি কর্‌বে।

মাধুরী। আমি বাবার পায়ে ধরে মিনতি করে তোমার বাপকে ছেড়ে দিতে বল্‌ব।

মোহন। না মাধুরী! তোমার বাপকে কিছু বলোনা। আমাদের যে রূপ দুরদৃষ্ট, তাহাতে কি জানি পাছে হিতে বিপরীত হয়। তিনি তোমার কথায় রাগ করে আরও কঠিন দণ্ড দিতে পারেন।

মাধুরী। না মোহন! তোমার কোন ভয় নাই। বাবা সে রকম নন। তুমি যদি বল আমি এখনি যাই।

মোহন। হ্যাঁ যাও।

(মাধুরীর প্রস্থানোদ্যোগ।)

মাধুরী—মাধুরী! একটু দাঁড়াও, মাধুরীর প্রত্যা-বর্ত্তনোদ্যোগ) না না তুমি যাও, উঃ—না জানি বাবা এতক্ষণ কত কষ্টই পাচ্চেন।

মাধুরী। মোহন, মোহন! তুমি অমন কচ্চ কেন? তবে কি আমার যাওয়া তোমার মত নয়?

মোহন। সম্পূর্ণ মত। (স্বগত) হায়, এই সরলা বালিকাকে কি বলে বুঝাই। (প্রকাশ্যে) মাধুরী! তুমি যাও, আর আমি তোমায় ডাক্‌ব না।

মাধুরী। তবে এখন আমি মার কাছে চল্লুম। তাঁর হাতে পায়ে ধরে বাবার যাতে মত ফিরে তার চেষ্টা দেখিগে। (কিয়দ্দূর গমন)

মোহন। মাধুরী! মাধুরী! না, না, (মৃদুস্বরে) উঃ আমি কি স্বার্থপর নরাধম। মাধুরী!—না—যাও।

(একদিক দিয়া মাধুরীর ও অপরদিক দিয়া মোহনের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর অন্তঃপুর।

রাজ্ঞী লীলাবতীর কক্ষ।

(লীলাবতী ও এক জন বৃদ্ধা পুরবাসিনী আসীনা।)

লীলা। আহা মা আমার যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! মার আমার লাবণ্য ছটায় প্রদীপের আলো মিটি্মিটি্ কর্‌তে থাকে, মধুমাখা কথায় কোকিলও লজ্জা পায়। আমি পূর্ব্বজন্মে কত কঠোর তপস্যা করেছিলাম, সেই তপস্যার ফলে এমন সুশীলা কন্যা পেয়েছি। বল্‌তে কি যখন আমি মার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি, আমার বোধ হয় যেন কোন দেবী শাপ-ভ্রষ্টা হয়ে আমার কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ ক'রে এই অধিনীকে কৃতার্থ করেছেন।

বৃদ্ধা। আহা, রাণীমার এক কথা। বালাই, ও কথা কি বল্‌তে আছে? ওতে যে তোমার মেয়ের অকল্যাণ হবে।

লীলা। তা জানি বাছা, কিন্তু তবু না বলেও থাক্‌তে পারি না। মার আমার গুণে বল্‌তে হয়। আহা ভগবান্ কি এমন মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বেন? আমার কি

এমন কপাল হবে যে মেয়ের মুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেতে পার্‌ব।

বৃদ্ধা। হ্যাঁ মা, তা মেয়েটীও ত দেখ্‌তে দেখ্‌তে বড় হয়ে উঠ্‌ল। শত্রুমুখে ছাই দিয়ে তোমার মেয়েটীত আর নেহাত রোগা নয়। দিব্বি দোহারা দাহারা, এরি মধ্যে যেন বড় সড় বলে মনে হয়। তা হ্যাঁগা মা, মেয়ের বিয়ের কি কচ্চ ?

লীলা। কি জানি বাছা! মহারাজই জানেন। তাঁকে এত করে বলি যে মেয়ে বিয়ের যোগ্য হয়েছে; সুপাত্র দেখে শীঘ্র ওর বিয়ে দাও। মহারাজ শুনেও শুনেন না, বলেন "আমার সন্তানের মধ্যে এই একটী মেয়ে, ওকে নয়নের অন্তরালে রেখে আমি থাক্‌তে পার্‌বনা।"

বৃদ্ধা। ওমা ওকি কথা গো! তবে কি মেয়ে চিরকাল আই-বড় থাক্‌বে ?

লীলা। না তা কেন থাক্‌বে? সকলি ভগবানের হাতে। মার্‌তেও তিনি, রাখ্‌তেও তিনি। মাধুর আমার বিয়ের ফুল ফুট্‌লে তিনিই যেখান থেকে হক্ বর যুটিয়ে দিবেন, আর মহারাজেরও মতি ফিরিয়ে দিবেন। তবে তুদিন আগু আর তুদিন পেছু। (দূরে দৃষ্টি পূর্ব্বক) ওমা ওই না মাধু আস্‌ছে ? আহা মার আমার মলিন মুখ দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্চে।

(মাধুরীর প্রবেশ।)

হ্যাঁমা মাধু! তোর মুখ শুক্‌নো শুক্‌নো কেন? মহারাজ কি বকেছেন?

মাধুরী। না মা! বাবা কি কখন আমায় বকেন?

লীলা। তবে কি সখীরা কেউ কিছু বলেছে?

মাধুরী। তারা আমায় প্রাণের তুল্য ভালবাসে, তারা আবার কিছু বল্‌বে!

লীলা। তবে কি হয়েছে মা প্রকাশ করে বল, তোর বিষাদ-মাখা মুখ দেখে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েচে।

মাধুরী। দেখ মা! বাবা মোহনের বাপকে বিনা দোষে কয়েদ করেছেন। আমি আস্‌তে আস্‌তে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে শুন্‌লুম যে তিনি অত্যন্ত গরীব, শুদ্ধ এই তাঁর অপরাধ।

বৃদ্ধা। ওমা সেই জন্য বুঝি মনের দুঃখে চাঁদমুখখানি মলিন হয়ে গেছে!

লীলা। তুই কি চিরকালই পরের জন্য প্রাণ কাঁদাবি? এখন ত আর ছেলেমানুষটী নও—জ্ঞান হয়েছে। রাজা যদি কাহাকে শাসন করেন, দোষেই হক্ আর বিনা দোষেই হক্—তাহাতে আমাদের দুঃখ করে লাভ কি? রাজা ত আর আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজ্য শাসন করেন না।

মাধুরী। মা রাগ করোনা! তোমার পায়ে পড়ি, বাবাকে

বলে কয়ে যাতে তাঁর মত ফিরে তাই কর। আমি পুরাণে শুনেছি যে নির্দ্দোষীর দণ্ড দেওয়া মহাপাপ। হ্যাঁ মা সেই মহাপাপ থেকে বাবাকে মুক্ত করা কি তোমার উচিত নয়?

লীলা। দেখ, খেপা মেয়ের রকম দেখ? আমি মহারাজকে এ কথা কেমন করে বলি; আর আমি বল্লেই বা তিনি শুন্‌বেন কেন? আমি যখন যখন রাজ্য সম্বন্ধে কোন কথা তাঁহাকে বলেছি, তিনি অমনি সে কথা হেঁসে উড়িয়ে দিয়ে পরিহাস করে আমায় বলেছেন, "দেখ আমার মন্ত্রীটী বুড় হয়ে পড়েছে, রাজকার্য্য থেকে অবসর পেলেই বাঁচে; তা এইবার তাকে জবাব দিয়ে সেই পদে তোমায় নিযুক্ত করা যাবে, কেমন?" আমি ত লজ্জায় মরে যাই। না মা, একথা আমা হতে বলা হবে না।

মাধুরী। তবে- আমি নাবও না, খাবও না আর শোবও না। কারও সঙ্গে কথাও কবনা। চুপটীকরে এক্‌লা বসে থাক্‌ব।

লীলা। এম্‌নি করে কি মাকে জ্বালাতে হয়? এতে বুঝি পাপ হয় না। লক্ষ্মী মা আমার, ছিঃ কেন আপনার মনে দুঃখ করে তোর এই দুঃখিনী মাকে কাঁদাস্? হ্যাঁ ভাল কথা মনে পড়্‌ল—মুখে আগুন পোড়া মনের—তোকে এতক্ষণ বল্‌তে ভুলে গেস্‌লুম,

তোর কাকা অঙ্গদেশের রাজা যে তোর জন্য কেমন ভাল ভাল খেলানা, ভাল ভাল পুতুল আর খাসা কাপড় পাঠিয়ে দিয়েছে। (বৃদ্ধার প্রতি) কেমন গো বাছা! তেমন সুন্দর জিনিস কি আর কখনও দেখেছ?

বৃদ্ধা। বাপের জন্মেও না।

লীলা। ওই শুন্‌লি ত, আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয়। চ দেখিন্‌ জিনিস গুলো সব গুচিয়ে রাখিগে। কাপড় খানি পর্‌বি চ, তোকে কেমন মানায় দেখ্‌তে হবে? আর পুতুল ও খেলানা গুলি তোর পুতুল ও খেলানার বাক্সে তুলে রাখ্‌বি চ। ওমা এই যে মুখে হাঁসি বেরিয়েচে!

মাধুরী। তোমার কাণ্ড দেখে হাঁস্‌তে হল। মা! তুমি হাজারই লোভ দেখাও, আমায় ভুলাতে পাচ্চ না। বল, বাবাকে যা বল্‌তে বল্লুম বল্‌বে, নইলে এই আমি চল্লুম, আমার মনে যা আছে তাই কর্‌ব।

লীলা। (বৃদ্ধার প্রতি) দেখ্‌লেত বাছা, ভবী ভোল্‌বার নয়। মেয়ের সব গুণ কেবল এক দোষ, বড় এক-গুঁয়ে। যা ধর্‌বে কিছুতেই ছাড়বে না। এখন আমি কি করি, কাজেই মহারাজকে বল্‌তে হ'ল। যাও তাঁকে ডেকে নিয়ে এস, তারপর যা হয় তাই হবে।

(বৃদ্ধার প্রস্থান।)

মাধুরী। মা, আমি তবে এখন আমার ঘরে যাই।

লীলা। কেন একটু দাঁড়ানা; রাজা কি বলেন শুনে যাবি।

মাধুরী। না মা! তুমি যদি বল যে মাধুরী এই কথা বলেছে তা হ'লে আর আমি লজ্জায় তাঁর কাছে মুখ দেখাতে পার্‌ব না। ওই বুঝি বাবা আস্‌ছেন। দুঃখিনী মেয়ের ভিক্ষা যেন মনে থাকে। আমি এখন যাই।

(এক দিক্ দিয়া মাধুরীর প্রস্থান ও অপর দিক্ দিয়া মহারাজ বীরকেশরের প্রবেশ।)

রাজা। মহিষি! তুমি আমায় ডেকেছ?

লীলা। হ্যাঁ মহারাজ! আপনার নিকট অধিনীর এক নিবেদন আছে।

রাজা। কি নিবেদন শীঘ্র বল। আমার এখন বিলম্ব কর্‌বার সময় নয়।

লীলা। আপনি কি আজ কোন নির্দ্দোষীর কারাদণ্ড-বিধান করেছেন?

রাজা। কই আমার ত মনে হয় না, একথা কেন?

লীলা। নীলাম্বর বলে যে ব্যাধ, তাকে কি দোষে নজরবন্দী করে রেখেছেন?

রাজা। মহিষি! তুমি কি তাকে নির্দ্দোষী বল্‌তে চাও? আমি যথেষ্ট অপরাধ না পেলে কাহাকেই কারা-বদ্ধ করি না। কি আশ্চর্য্য! সে যে নির্দ্দোষী একথা তোমায় কে বল্লে? আর তোমাদেরই বা এ সকল

কথা লইয়া বাদানুবাদ করিবার আবশ্যকতা কি? তোমরা স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের মতন থাক্‌বে। রাজকার্য্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা কি তোমাদের অনধিকার চর্চ্চা নয়?

লীলা। নাথ! তোমার পায়ে পড়ি, রাগ করোনা। নীলাম্বরের অপরাধ যাহাই হক্‌না কেন, তাহার লঘু পাপে গুরুদণ্ড হইয়াছে। নাথ! আমি তোমার কাছে কখনও কিছু ভিক্ষা করি নাই। এই আমার প্রথম ভিক্ষা এবং এই ভিক্ষাই আমার শেষ। তুমি নীলাম্বরকে মুক্ত করে দাও।

রাজা। মহিষি! "হাকিম নড়ে ত হুকুম নড়ে না" আমার হুকুম রদ হবার নয়, তুমি এ বিষয়ে আর আমায় অনুরোধ করিও না।

লীলা। আচ্ছা মহারাজ, আমার কথা রাখ্‌লেন না—নাই রাখ্‌লেন, তাহাতে আমার বিশেষ কোন দুঃখ নাই দাসীর এমন কি গুণ আছে যাতে আপনার মনোরঞ্জন করিতে পারি। কিন্তু মহারাজ! স্নেহময়ী সরলা মা আমার, যার মুখ দেখে আমরা উভয়েই জীবন ধারণ করিয়া আছি, যাকে নয়নের অন্তরালে রাখ্‌তে হবে বলে আপনি তার বিবাহ দিতে নারাজ, যার চাঁদমুখ দর্শনে জগতের জ্বালা যন্ত্রণা সব ভুলে যাই—সেই স্নেহের প্রতিমা তনয়ারও যদি নীলাম্বরের কারা-

মোচনের ইচ্ছা হয়ে থাকে, তা হলে মহারাজ!—
তা হলেও কি আপনার হুকুম রদ হবে না?

রাজা। রাজ্ঞি! তুমি আমায় ভাবালে। সত্য সত্যই কি নীলাম্বরের কারাবাস জন্য মাধুরী মনে কষ্ট পেয়েছে?

লীলা। মহারাজ! আমি কি আপনার নিকট মিথ্যা বল্‌তে পারি? আহা! মা আমার এই কথা শুনা অবধি নাওয়া খাওয়া ত্যাগ করেছে।

রাজা। বটে? আচ্ছা তাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এস।

(লীলার প্রস্থান ও ক্ষনেক পরে মাধুরীকে লইয়া প্রবেশ।)

একি হেরি মাধুরি—মা! তব আচরণ,
রাজদণ্ডে দণ্ডিত যে তাহারি কারণ
ভেবে ভেবে শুখায়েছে চাঁদ মুখ খানি?
এই কি উচিত, হয়ে রাজার নন্দিনী?

মাধুরী। কি বলিব পিতঃ?—অমি বলিতে ডরাই,
মুখরা বলিয়ে পাছে মহানিন্দা পাই।
কিন্তু সর্ব্ব ঘটে থাকি, সেই সর্ব্বময়
যা বলান, তাই বলি ত্যজি লাজ ভয়।
সেই জগদীশ যারে যখন যেরূপে
রাখেন, সে জন থাকে তখন সেরূপে।
অতএব নীলাম্বর নহে অপরাধী,
কেমনে পাইবে ধন বিধি প্রতিবাদী?
ক্ষমার সমান ধর্ম্ম নাহি এ ধরায়,

ক্ষমাগুণে হয় নর ঈশ্বরের ন্যায়।
ক্ষমা গুণ দুই জনে পরিত্রাণ করে,
যেই পায় ক্ষমা আর যে জন বিতরে।
"হে ঈশ্বর! ক্ষমা কর" যেই জন বলে,
পর দোষে ক্ষমা তার উচিত ভূতলে।
ক্ষম নীলাম্বরে পিতঃ মজিও না মোহে,
দুঃখিনী দুহিতা তব এই ভিক্ষা চাহে।

[প্রস্থান]

রাজা। মহিষি! ঘুচিল মম মোহ এতদিনে
বাণীসমা বুদ্ধিমতী কন্যার বচনে।
তুষ গিয়া তনয়ারে মধুর বাক্যেতে,
চলিলাম নীলাম্বরে মুক্ত করে দিতে।

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

নীলাম্বরের কুটীর।

(চরকা হস্তে এলোকেশী আসীনা।)

এলো। মিন্‌সেকে এত করে বারণ কল্লুম যে রাজবাড়ী গিয়ে কাজ নাই, তা পোড়ার মুখো কি আমার কথা কানে তুল্লে? এখন কেমন তার ফল হাতে হাতে পেতে হল? রাজা কয়েদ করেছেন, বেশ হয়েচে, খুব হয়েচে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। কথায় বলে—

"গুরুর কথা না শুন্‌লে কানে
প্রাণ যাবে তোমার হেঁচ্‌কা টানে।"

তা একথা কি মুখ পোড়ার কপালে একেবারে ঠিক খেটে গেল গা? আ, রাগে আমার গা এখনও যেন নিস্‌পিস্‌ কচ্চে। হতভাগার ঘটে যদি এক কড়ার বুদ্ধি থাক্‌ত তা হলে কি আর এমন হয়? ঠিক হয়েচে, অতি বাড় ভাল নয়।

(জনৈক প্রতিবাসিনীর প্রবেশ।)

প্রতি। কি গা বউ, সকাল বেলা উঠে কার শ্রাদ্ধ কচ্চ? কি হয়েচে?

এলো। হবে আবার কি, আমার মাথা আর মুণ্ডু হয়েছে। পাড়ার যারা পরের ভাল চুচক্ষে দেখ্‌তে পারে না, পরের সর্ব্বনাশ যাদের জপমালা, তাদেরি শাঁপ এত দিনে ফলেচে। কিন্তু এও বলি, আমি যদি সতী হই তা হলে তাদের ও এমনি করে জ্বালাতন পোড়াতন হতে হবে। আর তাদেরি বা দোষ কি, মিন্‌সেরি কি ছাই আক্কেল ভাল? তা হলে ভাবনা কি। তুই বাবু যেমন মানুষ তেমনি থাক, তা নয়; তুই তাড়াতাড়ি রাজার কাছে না গেলে ত আর রাজা তোকে ফৌজ পাঠিয়ে এখান থেকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে নিয়ে গিয়ে জেলে পুর্‌তনা। আবার ভেট নিয়ে রাজভক্তি দেখাতে গেছেন। ওর সাত পুরুষের শ্রাদ্ধ কর্ত্তে গেছেন!

প্রতি। ছি বউ, ও কথা কি বল্‌তে আছে?

এলো। সাধে বলি, গায়ের জ্বালায় বলি, আমার যে আর বরদাস্ত হয় না। রক্তমাংসের শরীরে আর কত সহ্য হবে? দেখ দেখি দিদি! (ক্রন্দনের স্বরে) সেই যে বিয়ের বেলা মা বাপ এক খাড়ু আর এক নোয়া দিয়ে বিদেয় করে দিয়েছিল, সেই অবধি আর অন্য আভরণ অঙ্গে উঠ্‌লনা। দুঃখের কথা বল্‌ব কি দিদি! আমি মেয়ে মানুষ, আমার কিছু আর সংসার চালাবার কথা নয়। তবু আমি এর বাড়ী ওর বাড়ী

মেগে পেতে ভিক্ষে সিক্ষে করে, ধান ভেনে পাট কেটে এক রকম করে ত দিন গুজরাণ কচ্ছিলেম। বলব কি দিদি, মিন্‌সের এমনি কঠিণ প্রাণ যে খেটে খেটে আমার জান হায়রাণ হয়ে গেল, তবু একটি দিন তার মুখ দিয়ে একবার "আহা" শব্দটী বেরিয়েছে ? চুলোয় যাগ্‌গে, ও কথাও ধরি না। আমি গতর খাটিয়ে যা আনি তাই না হয় দুঃখের ভাত সুখ করে খা ; তা নয়, যত দুর্ব্বুদ্ধি এঁর কাছে এসে যোটে।

প্রতি। আহা বউ, হাজার হোক্ তিনি তোমার স্বামী, তাঁকে কি এমন করে বল্‌তে আছে ?

এলো। মুখে আগুণ অমন স্বামীর। কালামুখো যদি এক দিনের তরে ও আমায় সুখে রাখ্‌ত, তা হলে কি অমন কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুত ; তা কত রেখেছে তোমারা ত তা দেখতে পাচ্চ। এঁর এক পয়সা রোজগারের ক্ষমতা নাই ; কিন্তু কথায় কথায় তম্বি করা আছে, 'কাজে কুঁড়ে ভোজনে দেড়ে, বচনে মারেন পুড়িয়ে পুড়িয়ে'।

প্রতি। আহা ! তাহা হলেত তোমার বড় কষ্ট ? তা হাঁ বউ, তুমি এত কষ্ট সহ্য কচ্চ কেন ? তোমার স্বামী এত কুঁড়ে, কিন্তু এক কাজ কত্তে পাল্লেই ত ঠিক সোজা হয়ে যায়। আমরা ত অমন লক্ষ্মীছাড়ার হাতে পড়লে তাকে কখনই খেতে দিতুম না, তাতে মরুক

আর বাঁচুক। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। জঠরানল একবার জ্ব'ল্‌লে যে কোন উপায়ে হ'ক্—পয়সা রোজগারের চেষ্টা দেখ্‌তই দেখ্‌ত। যখন তোমার স্বামীর রোগের উপযুক্ত ওষুধ তোমার হাতেই রয়েছে, তখন তোমার ভাই খেদ করা অন্যায়।

এলো। (ক্রুদ্ধভাবে) দেখ বাছা? আমার ধন আমি যাই বলি তা বলে তোমার মুখে যে আমার স্বামীর নিন্দা সহ্য কর্‌ব, তা মনেও করো না। সকাল বেলা যদি বাড়ী বয়ে কোঁদল কর্ত্তে এসে থাক তবে মানে মানে আপনার পথ দেখ।

প্রতি। আ মরণ! যেন খেতে এলো। পথ দেখব্ না ত তোমার বাড়ীতে থাক্‌তে এসেছি না কি? আচ্ছা এর শোধ আমিও নিতে জানি।

[প্রস্থান]

এলো। এখন আর আমার "তার" উপর রাগ নাই। আহা, মনে করি মিন্‌সের উপর রাগ কর্ব্বো, কিন্তু যখনই রাগ হয় ছেলের মুখ দেখে সব ভুলে যাই। হে বাবা সত্যনারায়ণ! আমার স্বামী যেন এখনই মুক্ত হ'য়ে আসে, আমি তোমায় সওয়া পাঁচ পয়সার সিন্নি দেব। (দূরে দৃষ্টি পূর্ব্বক) ওমা ওই না সে মোহনের সঙ্গে আস্‌চে। তবেত বাবা সত্যনারায়ণ এ দাসীর কথা শুনেচেন। যাই আগে তাঁর পূজার স পাঁচ

পয়সা তাঁর নাম করে বাক্সে তুলে রেখে আসি, তারপর অন্য কাজ।

[গৃহাভ্যন্তরে গমন]

নীলাম্বর ও মোহনের প্রবেশ।

মোহন। মা, মা, একবার বেরিয়ে এস, কে এসেছে দেখ।

এলো। (বাহিরে আসিয়া হস্তদ্বারা পুত্রের মুখ স্পর্শকরত ; সেই হস্ত চুম্বন পূর্ব্বক) আমি অনেকক্ষণ দেখেছি বাবা। তুমি যে ওঁকে আনতে পেরেছ এতে আমি যার পর নাই সুখী হয়েছি, আশীর্ব্বাদ করি তুমি চিরজীবী হও। তোমাদের বিলম্ব দেখে আমার প্রাণ যে কি কচ্ছিল তা আর কেমন করে বল্‌ব। একলা বসে কেবল আকাশ পাতাল ভাবছিলুম আর ঠাকুরের কাছে মান্‌ ছিলুম— যেন নিরাপদে তুমি ওঁকে নিয়ে ফিরে আস্‌তে পার। মান্‌তে মান্‌তে দূর থেকে দেখ্‌তে পেলুম যে তোমরা আস্‌ছ, অমনি ছুটে গিয়ে ঠাকুরের পূজোর পয়সা আগে তুলে রেখে এসে, তার পর তোমাদের দেখ্‌তে এলুম।

নীলাম্বর। তুমি আমার জন্য ঠাকুরের কাছে মান্‌ছিলে ? আহা তোমার গুণের শেষ নাই, তুমি আমাকে জন্মের মতন কিনে রাখ্‌লে। তোমার মত গুণবতী স্ত্রীর পতি হয়ে আমি আপনাকে ভাগ্যবান্‌ মনে কচ্চি। আমি কেবল তোমার ন্যায়

সতী সাধ্বীর প্রার্থনাবলেই এ যাত্রা কারাগার হ'তে নিষ্কৃতি লাভ ক'রেছি।

এলো। নাও, তোমার আর সোহাগ কর্ত্তে হবে না। আমাকে যদি তোমার এত উপকারী বলেই বোধ হ'য়ে থাকে—তা হ'লে আমি যা বলি তা শোন।

নীলাম্বর। তুমি যা বল্‌বে আমি তাই শুন্‌ব।

এলো। শুধু মুখে বল্লে হবেনা, শপথ কর।

নীলাম্বর। শপথ কত্তে হবেনা, তুমি বল; আমি এখন আর তোমার সে নীলাম্বর নই। অল্পক্ষণমাত্র কারাবাসে আমার চরিত্রের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে। মোহ বশতঃ তোমাকে আমি পূর্ব্বে কত যাতনা দিয়াছি, তাও এখন বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি। আমি তোমার নিকট যে কত গুণে ঋণী, তা এক মুখে প্রকাশ করা যায় না। সেই ঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধের নিমিত্ত আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েচে। বল বল প্রিয়-তমে! কি কল্লে তোমার ঋণ পরিশোধ হয়?

এলো। নাথ! যদি অধিনীর প্রতি এত অনুগ্রহ হ'য়ে থাকে তা'হলে আমার এই কথাটী রাখ। নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ঘরে ব'সে থাকার চেয়ে মৃগয়া দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করা সহস্র গুণে ভাল। মৃগয়া তোমার জাত ব্যবসা। তুমি সেই ব্যবসা পরিত্যাগ করাতে লক্ষ্মী ক্রমে ক্রমে তোমায় ছেড়ে যাচ্চেন। সেই লক্ষ্মীকে ফিরাইবার মৃগয়া ভিন্ন

অন্য উপায় নাই। তুমি আজই সিদ্ধিদাতা গণেশকে স্মরণ ক'রে মৃগয়ায় বেরিয়ে পড়। ওকি মোহন কোথা যাস্।

মোহন। আস্‌ছি।

[প্রস্থান।]

নীলাম্বর। তুমি যা ব'ল্লে তাতে আমার সম্পূর্ণ মত। আমি আজই—আজই কেন এখনি যাত্রা ক'র্‌ব। কিন্তু আমি কখন বাড়ীছাড়া হইনি, তোমাদের ছেড়ে কেমন ক'রে থাক্‌ব তাই ভেবে আমার প্রাণ যেন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। আর তুমিই বা কেমন ক'রে প্রাণ ধ'রে আমায় বিদায় দেবে? তুমি এমনি হতভাগ্যের হাতে প'ড়ে ছিলে যে, সুখী করা দূরে থাকুক, আজ সে তোমায় দুঃসহ দুঃখানলে নিক্ষেপ ক'রতে উদ্যত। তা ছাড়া অরণ্য ভয়ঙ্কর স্থান। সেখানে যে কত রকম হিংস্র জন্তু আছে তার কিছুই স্থিরতা নাই। কখন যে কি ওৎকরে বসে থেকে কি ভয়ানক সর্ব্বনাশ সাধন ক'র্‌বে—তা কিছুই বলা যায় না। আমি ভাবছি কি, যদি এইরূপ হিংস্র জন্তু হস্তে অসাবধানতাবশতঃ আমার কোন বিপদ ঘটে, তা হলে—তা হলে প্রিয়ে তোমার যে আর দাঁড়াবার স্থান থাক্‌বে না। ছেলে পুলে গুলি যে, না খেতে পেয়ে অন্নের জন্য পথে পথে কেঁদে বেড়াবে।

এলো। ভয় কি নাথ? ভগবান্ সর্ব্বস্থানেই সহায় আছেন।

জলে, অনলে, পর্ব্বতশৃঙ্গে, বিজন বিপিনে, সকল স্থানেই যে তিনি জীবের রক্ষাকর্ত্তা। সেই বিপদভঞ্জন মধুসূদনের নাম কল্লে কি আর বিপদ কাছে আসতে পারে? যে জীব তাঁর নাম নিতে ভুলে যায়, সেই বিপদে পড়ে বিঘোরে প্রাণ হারায়।

নীলাম্বর। তুমি আজ আমায় অতি চমৎকার উপদেশ দিলে। তোমার মত কামিনী যার ভার্য্যা তার কি আর কোন বিপদ ঘটে? আমি তবে এখন যাবার জন্য প্রস্তুত হইগে।

(গৃহাভ্যন্তরে গমন ও পরক্ষণে ধনুর্ব্বাণ হস্তে বাহিরে আগমন, সহসা সুসজ্জিত ভাবে মোহনের প্রবেশ।)

এলো। ও মোহন তুই অমন সাজ গোজ করে এলি যে?

মোহন। মা, আমি বাবার সঙ্গে মৃগয়ায় যাব। এই দেখ আমার বন্ধুর কাছে থেকে কেমন ধনুক-বান আর সাজ জোগাড় করে নিয়ে এলুম।

এলো। আরে বাপ্‌রে। তুই কোথায় যাবি? সে যে অরণ্য বিজবন, সেখানে গেলে কি আর রক্ষা আছে? হয়ত একটা বাগ এসে হালুম করে তোকে খেয়ে ফেলবে, না হয় ত একটা অজাগর ফোঁস করে এসে তোকে গপ্ করে গিলে ফেলবে। না বাবা, ও দুর্ব্বুদ্ধি ছেড়ে দে, তোর যাওয়া হবে না।

মোহন! তবে বাবারও যাওয়া হবেনা।

নীলাম্বর। ছি বাবা, তুমি ত অবুঝ নও, তোমার ত জ্ঞান হয়েছে।

বুঝ্‌তে ত পাচ্চ যে আমি মৃগয়ায় না গেলে আর সংসার চলে না। আমাকে দায়ে পড়ে বিজন অরণ্যে যেতে হচ্চে। এত আর বেড়াতে যাওয়া নয় যে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। আমার বিহনে তোমার জননীর যে কষ্ট হবে, তুমি কাছে থাকলে সে কষ্টের লাঘব হবার সম্ভাবনা। তুমি কখনও তোমার জননীর কাছছাড়া হবে না। যখন তাকে চিন্তাকুল বা তার মুখ মলিন দেখ্‌বে তখনই সান্ত্বনা দানে তার মন প্রফুল্ল কত্তে চেষ্টা কর্‌বে। তুমি বুদ্ধিমান্, তোমাকে আর অধিক কি বলব। তবে প্রিয়ে! এখন আমায় প্রসন্ন মনে বিদায় দাও, আমি আসি।

এলো। (মলিন বদনে) এস। আমি যদি কায়মনোবাক্যে তোমার সেবা করে থাকি তা হলে তোমার পদে যেন কুশাঙ্কুর ও বিদ্ধ না হয়

নীলাম্বর। (যাইতে যাইতে স্বগত) হায় আমায় একান্ত একাকী যেতে হ'ল। এ সময়ে যদি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেশ বেঁচে থাক্‌ত, তা হলে সে আমার সঙ্গে গেলে কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু মোহন বড় ছেলে মানুষ, তাকে নিয়ে যাওয়া কোন মতে উচিত নয়। হা মহেশ! (দীর্ঘনিশ্বাস) মহেশ!

[নীলাম্বরের প্রস্থান]

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস পুরী।

(জয়া বিজয়া একরাশি ফুল কোলে করিয়া উপবিষ্টা।)

জয়া। আয় ভাই, দুজনে হাতা হাতি করে মালাগুণো সব গেঁথে ফেলি আয়, একটু চট্ পট্ করে কাজ সেরে নিতে হবে, মা আবার এখনই শিব পূজা কর্‌তে আস্‌বেন।

বিজয়া। (মালা গাঁথিতে গাঁথিতে) হ্যাঁ ভাই! মা এখনও আবার শিব পূজা করেন কেন? লোকেত শিবের মত বর পাবার জন্যই তাঁর পূজা করে থাকে, কিন্তু আমাদের মার যখন তিনিই বর তখন তাঁর পূজা করা কেবল বাড়ার ভাগ মাত্র।

জয়া। কি জানি বোন্ মার মনের কথা আমি কেমন করে বল্‌ব, তবে আমার বুদ্ধিতে যতটুকু আসে তা'তে এই-মাত্র বলতে পারি, যে দেবতাদেরও মানুষের ন্যায় পরজন্মের ভয় আছে। পরজন্মেও যাতে বাবা মার

স্বামী হন, সেই জন্যই হয়ত মা এজন্মে বরাবর শিব-পূজা করে আস্‌চেন।

বিজয়া। দেখ্ দেখি দিদি, কেমন মালা ছড়াটি গাঁথা হল ?

জয়া। বেশ হয়েছে। (বিশেষরূপে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক) ও বোন্ এখানটা যে মজিয়েচ। লালের পর জরদা ত ভাল মানায় না। এক কাজ কর। ঐ জরদা ফুল গুলি খুলে ফেলে ওখানে গোটা কত সবুজ ফুল বসিয়ে দাও। ও দশা! তোকে দেখিয়ে দিতে দিতে আমার আপনার ছড়াটীর এই খানটা খারাপ করে ফেলেছি। দাঁড়াও মানিয়ে নিচ্চি।

বিজয়া। হ্যাঁ দিদি মাকে এ কথা জিজ্ঞাসা কল্লে হয় না ?

জয়া। কোন্ কথা ?

বিজয়া। এই মা কি জন্য এখনও বাবার পূজা করেন।

জয়া। না, না, তাঁকে ও কথা জিজ্ঞাসা করে কাজ নাই। জানিকি মা যদি রাগ করে বসেন। তা হ'লেই ত প্রতুল।

বিজয়া। না দিদি! মাকে তবে তুমি ভাল চিন্তে পারনি। তিনি কি কখন আমাদের উপর রাগ করেছেন দেখেছ ? তিনি যে আমাদিগকে পেটের সন্তানের মত স্নেহ করেন। কতবার বলেছেন "আমার লক্ষ্মী স্বরস্বতী যেমন জয়া বিজয়াও তেমন, ওদের আমি ভিন্ন ভাবিনা" তুমি কি তা শুননি ?

জয়া। বিজয়া—তুইই মার মহিমা যথার্থ বুঝেছিস্। আমি অজ্ঞান, তাই বল্‌ছিলেম যে মা রাগ্ কর্‌বেন। এখন আমি বেশ বুঝেছি যে, মা আমাদের উপর রাগ কর্‌তে পারেন না। মাতা যদি সন্তানের উপর প্রতি অপরাধে রাগ করেন, তা হলে কি আর রক্ষা থাকে? কথায় বলে—

"কু পুত্র যদ্যপি হয়
কু মাতা কখনও নয়।"

তা এ কথা কি বিশ্বজননী হয়ে ব্যর্থ কর্‌বেন, কখনই না। হ্যাঁ গ্যাখ্ বিজয়া! তোর মালা ছড়াটী গাঁথা হয়েছে, আমারও হয়েচে, এই সময় মা যদি এসে পড়েন তাহলেই সেই কথা জিজ্ঞাসা করা হবে। তা নইলে মার আস্‌তে দেরী হ'লে তাড়াতাড়ি পূজায় বস্‌বেন আর সে কথা বলবার অবকাশ হবে না। আহা অন্তর্যামী মা আমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরে ওই দেখ রুণু রুণু করে এই দিকেই আসছেন; আহা মার যদি সন্তানের প্রতি এমনি স্নেহই না থাক্‌বে, তা হ'লে সকলে তাঁকে দয়াময়ী বলে ডাক্‌বে কেন?

(গৌরীর প্রবেশ।)

গৌরী। ওমা জয়া, ওমা বিজয়া, তোরা দুটীতে একলা বসে এখানে মালা গাঁথচিস্?

জয়া। হাঁ মা, তোমার পূজার যে সময় বয়ে যায়।

গৌরী। বিজয়া! তুই যেন কিছু বল্‌বি বল্‌বি বলে বোধ হচ্চে।

বিজয়া। হ্যাঁ মা, তুমি ঠিক মনে করেছ, জয়া দিদি আর আমি তুমি আস্‌বার একটু আগে পরামর্শ কচ্ছিলেম যে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে।

গৌরী। কি কথা মা?

জয়া। তুমি সত্য কর যে আমরা যা জিজ্ঞাসা করব তার যথার্থ উত্তর দিবে; সে কথা হেঁসে উড়িয়ে দিবে না।

গৌরী। তোমাদের কাছে আবার সত্য কর্‌তে হবে? আচ্ছা, সত্য কর্‌লেম।

বিজয়া। দেখ মা আমি জয়া দিদিকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেম্‌ যে মা এখনও শিবপূজা করেন কেন? তাঁর ত কোন বাসনাই অপূর্ণ নাই।

গৌরী। তাতে জয়া কি উত্তর কল্লে?

বিজয়া। দিদি বল্লে যে দেবতাদেরও পুনর্জ্জন্মের ভয় আছে। মা পরজন্মেও এজন্মের মত ভাগ্যবতী হবেন বলেই শিবপূজা করেন।

গৌরী। জয়া ঠিক বলেছে। দেবতারা অমর বটেন কিন্তু সময় সময় তাঁহাদিগকে দেহ পরিবর্ত্তন করিতে হয়, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই আমাকে দিয়েই দেখনা কেন? আমি প্রথমে শক্তিরূপে বর্ত্তমান ছিলেম। তৎপরে পঞ্চাননকে পতিরূপে পাবার জন্য দক্ষগৃহে সতীরূপে

জন্মগ্রহণ করি। তারপর গিরিরাজ ভবনে মেনকার গর্ভে উমারূপে জন্মগ্রহণ কল্লেম। ভাগ্যে পূর্ব্ব-জন্মে কায়মনোবাক্যে শিবপূজা করেছিলেম, তাইত এজন্মেও তিনিই আমার স্বামী হলেন। তবেই দেখ আমি যে এখনও শিবপূজা করি তাহা নিতান্ত নিরর্থক নহে।

জয়া। মা, তুমি এ কথাটী অতি সুন্দর বুঝিয়ে দিলে—আমি অতদূর বুঝ্‌তে পারিনি।

গৌরী। ওমা জয়া বিজয়া, তোরা ফুলটুল গুলা এগিয়ে দে, আমি এক্ষণে পূজায় বস্‌ব।

(জয়া বিজয়ার তথাকরণ ও গৌরীর পূজায় উপবেশন।)

গৌরী। জয় ত্রিলোকরঞ্জন, ত্রিতাপহারণ,
ত্রিগুণধারণ, মহেশ হে।
ত্রিভুবনকারণ, ত্রিনেত্রধারণ, ত্রিপুরনাশন ভবেশ হে॥
জয় সর্ব্বশুভঙ্কর, সর্ব্বগুণাকর সর্ব্বোতমোহর সর্ব্বেশ হে।
সর্ব্বভয়ঙ্কর, সর্ব্বমহত্তর, সর্ব্বধ্বংসকর, পরেশ হে॥
জয় সত্যসনাতন বিশ্বগতি।
জয় নিত্যনিরঞ্জন লোকপতি॥
করুণানিধান স্নেহময় অতি।
রজতশ্বেত অঙ্গে কিবা বিভূতি॥
কিবা পঞ্চমুখে হরিনাম করে।

কিবা ডম্বুর মধুর বাজে করে ॥
কিবা ফণিগণ গভীর গরজে।
কিবা সুরধনী শিরোপরি রাজে ॥
এস সবে মিলি তাঁর পদ তলে।
ডাকি শিবকর শিবশম্ভু বলে ॥

(সাষ্টাঙ্গে সকলের প্রণাম।)

বিজয়া। তাইতো বেলাও অনেক হ'য়ে গেল। বাবা এখনও আস্‌চেন্ না কেন?

গৌরী। তাঁর কি আর আমাদের মনে আছে, হয়ত কোন ভক্তের পাল্লায় পড়েছেন।

জয়া। হ্যাঁ মার যেমন কথা—বাবা কি কখন আমাদের ভুলে থাক্‌তে পারেন, ওই দেখ তাঁর নাম কর্ত্তে কর্ত্তেই তিনি এসে পড়েছেন।

(মহাদেবের প্রবেশ।)

মহা। কি আশ্চর্য্য! বসি সবে নিশ্চেষ্টের প্রায়!
নাহি কি গৃহের কার্য্য, হয়েছে সকলি?
কি সুখের গৃহস্থলী, নাহি এর তুল;
যেমন গৃহিনী তার তেমন সঙ্গিনী!
গল্প পেলে আর কিছু না চাহে ধরায়।

গৌরী। যাহা মনে এল তাই বলিলে শঙ্কর!
কি ভিক্ষা এনেছ এবে দেখাও সত্বর।

গৃহে না থাকিলে কিছু, আমরা কেমনে
পুরাব উদর তব পরম যতনে ?
নারী মোরা, নারি হ'তে ভিক্ষায় বাহির;
কি রূপে হে বিরূপাক্ষ ! হইলে অস্থির।
যা এনছ দাও ত্বরা, করিগে রন্ধন ;
উদর পুরিয়ে তোমা করাব ভোজন।

(ভিক্ষা ঝুলি প্রতি দৃষ্টি পূর্ব্বক)

(অহ !)

যা ভেবেছি তাই হ'ল, শূন্য ভিক্ষা ঝুলি ;
নতুবা বেরুবে কেন এত মিষ্ট বুলি ?
অলস হইলে নর নানা দোষ জুটে,
দিনে দিনে বল, বুদ্ধি, জ্ঞান সব টুটে।
ছি ছি, কি লজ্জার কথা, বিদ'রয় হিয়া—
কেমনে আইলে ফিরে ভিক্ষা না করিয়া ?
কোন মুখে, নীলকণ্ঠ ! নিন্দ আমা সবে ?
না জানি আনিলে ভিক্ষা, আরো কত হবে !

মহা। ক্ষুধানলে একে জ্বলে, মম কলেবর,
তদুপরি বাক্য জ্বালা, নাহি সহ্য হয়।
যাহা কিছু থাকে ঘরে, দাও গৌরী আনি—
উচিত না হয় সতি ! পতির যন্ত্রনা

উপেক্ষা করিতে তব। শুনিলে না বাণী ?
শুনিবে বা কেন তুমি ! তোমার স্বভাব
পতিবাক্য উল্লঙ্ঘন। দক্ষ যজ্ঞ কালে
কত মতে পিতৃ গৃহে যাইতে বারণ
করিনু তোমায় আমি—শুনিলে কি কথা ?
তার ফল হাতে হাতে পাইলে শঙ্করি !
পিতৃ-মুখে পতি-নিন্দা পশিল শ্রবণে।
ভালবাসে যেই নারী নিজ পতি ধনে,
পারে কি করিতে তাঁর বচন লঙ্ঘন ?

গৌরী। শোন্ মা বিজয়া, জয়া শঙ্কর বচন !
ভালবাসি কি না বাসি, জানে সর্ব্বজন।
যাঁর লাগি বার বার দেহ পরিহরি—
লভেছি জনম আমি আপনা পাসরি,
একদণ্ড নাহি আমি ছাড়ি যার পাশ,
জন্মে জন্মে পতি পেতে যাঁরে অভিলাষ,
সেই বলে আমি তাঁরে নাহি ভালবাসি,
এখন রয়েছে প্রাণ কি আশে পিপাসী ?
বুদ্ধির বিকৃতি তব হয়েছে নিশ্চয়,
কোন্ কাজে ব্যস্ত ছিলে এতেক সময় ?

মহা। সেই কথা আগে তব পাষাণনন্দিনী !
জিজ্ঞাসা উচিত ছিল। তা না করি তুমি
ভর্ৎসনা করিলে কত, বাড়াইলে ক্রোধ।

তব সম সতী নারী নাহি মনে করে
পতি-কোপ বৃদ্ধি করা পৌরুষের কাজ।
কোপেতে অধীর হয়ে যদি বলে থাকি
কিছু দেবি ! ক্ষম তুমি নিজ দয়া গুণে।
সাধে কি গো শুধু হাতে ফিরে এনু গৃহে,
যাইতে যাইতে পথে,—

গৌরী। (বাধা দিয়া) বুঝেছি সে সব,
ভক্তের কারণে তবে এত দেরি ভব !
তোমার প্রকৃত ভক্ত নাহি ভূমণ্ডলে ;
কেবল ভক্তের ভান করয়ে সকলে।

মহা। কি শঙ্করি ! ভক্ত নাই ? ছি ছি হেন কথা
বলিও না আর বার। অন্য জন হ'লে
সমুচিত শাস্তি তারে দিতাম এখনি।
শিব ভক্ত নিন্দা শিব নিন্দার সমান
নিশ্চয় জানিও তুমি, কি বলিব আর।

গৌরী। আছে কিনা আছে ভক্ত, জানিব নিশ্চয়—
যদি আজ কোন ভক্ত তব নাম লয়।

মহা। হলেম সম্মত আমি এই অঙ্গীকারে।
মর্ত্ত্যপ্রতি একবার কর দৃষ্টিপাত
নীলাম্বর নামে এক ব্যাধের ভবনে।
ওই শুন ওই শুন নীলাম্বর ব্যাধ
'মহেশ' 'মহেশ' বলি ডাকে বার বার।

গৌরী। কৌশলে হারালে হর, অবলা নারীরে,
মানিলাম পরাজয়—কিন্তু এইবারে
কেমনে হারাও তুমি দেখিব শঙ্কর!
কেহ আজ তব পূজা না করিবে হর!

মহা। চল তবে দুই জনে যাই মর্ত্ত্যভূমে,
এখানে আসিয়া কেহ না পারে করিতে
পূজা মম। চল দেবি! বলিলাম আমি—
অন্ততঃ জনৈক ভক্ত পূজিবে আমায়,
দেখা যাবে আজি কার কথা সত্য হয়।

(জয়া বিজয়ার প্রস্থান ও নন্দী ভৃঙ্গীর প্রবেশ।)

নন্দী। যথা যাবে বাবা তুমি, আমিও যাব সঙ্গে,
মনোহর মর্ত্ত্যভূমি বেড়াইব রঙ্গে।
তাক্ তাক্ তাক্ বগল বাজা, লেগেছে বিষম মজা,
বহুদিন পরে আজ যেতে হবে শুনে,
ফেলিয়া শতেক কাজ, এনু ছুটে যেন বাজ,
সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে এই দীন জনে।

ভৃঙ্গী। আমিও যাব, আমিও যাব নন্দী দাদার সাথে,
চৌদিকে বেড়ায়ে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, আসিব কুবের রথে।
বল, ল'য়ে যাবে, দাসে সেই ভবে
লাগে বা না লাগে কাজে,
(নইলে) শাপুড়ে বলিয়ে, কুনাম রটায়ে
দিব এই ধরা মাঝে।

মহা।

শুন বৎস নন্দী ভৃঙ্গি, তোমাদের আমি
কেমনে লইয়া যা'ব ? ভ্রমণ কারণ
নাহি হই এবে মোরা ঘরের বাহির।
যেই কার্য্যে যাইতেছি, লুক্কায়িত ভাবে
থাকিতে হইবে তাহে ; তোমরা যাইলে
গমন প্রয়াস মম হইবে বিফল।
চল গৌরী ! ত্বরা করি মর্ত্তে যেতে হবে ;
আছে কিনা আছে ভক্ত আজ দেখা যাবে।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অরণ্যমধ্যস্থ শিবমন্দির।

(গীত গাহিতে গাহিতে মল্লিকা ও তরলিকার মাধুরীর সহিত প্রবেশ।)

মল্লিকা ও তরলিকা।

(গীত।)

কুসুম-কাননে কুসুম-চয়নে,
পূজার বাসনা জাগে।
কেমন কোমল কামিনী-পরাণ
শিবপূজা অনুরাগে॥
এস পূজি তাঁরে হয়ে শুদ্ধমতি,
যেন পায় সখি মনোমত পতি।
দিলে বিল্বদল, বাসনা সফল,
হইবে এ শুভ যোগে॥

মাধুরী। সখিগণ! তোমরা আমায় কোথায় নিয়ে এলে? এযে দেখ্‌ছি নিবিড় অরণ্য, এখানে জনমনুষ্যের সমাগম পর্য্যন্ত নাই; বৃক্ষলতাদি এমন ঘন সন্নিবিষ্ট যে দিবাভাগেও যেন অন্ধকার বলে বোধ হচ্চে।

তর। ভয় কি সখি! ওই যে সম্মুখে শিবের মন্দির দেখা যাচ্চে। দেবাদিদেব মহাদেবের প্রভাবে এখানে কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা নাই।

মাধুরী। হতেই বা কতক্ষণ? তোমরা না বল্লে "এই নদীর ধারের বাগান থেকে ফুল তুলে নিয়ে আসি চল"। এই বুঝি তোমাদের ফুল তুল্‌তে আসা?

মল্লিকা। রাজকুমারি! রাগ করো না, তোমায় এখানে ভুলিয়ে এনেছি বটে—কিন্তু তাহাতে আমাদের কোন দোষ নাই। রাণী মা এই মন্দিরের নাম করে মাথার দিব্য দিয়ে বল্লেন, তোমরা যেমন করে পার, মাধুকে শিবপূজা করিয়ে নিয়ে এস; স্পষ্ট বল্লে তুমি ত আর আস্‌তে চাইতে না, কাজেই আমাদের এই ফিকির খাটাতে হ'ল।

মাধুরী। বটে, মাও বুঝি এর ভিতরে আছেন! তা থাক্‌লেনই বা, আমি কিন্তু মন্দিরের ভিতরে যেতে পার্‌ব না। আমার মন যেন ভাবী বিপদাশঙ্কায় যারপর নাই কাতর হয়েচে—আমার দক্ষিণ অঙ্গ অবশ ও স্পন্দিত হচ্চে—উঃ তাইত সহসা আমার প্রাণ এত ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল কেন?

তর। সখি! অত উতলা হচ্চ কেন? তুমি এত উৎকণ্ঠিত হ'তে পার, এমন কারণ ত আমি কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চি না।

মল্লিকা। রাজনন্দিনী! তুমি ত কোন কালেই ভীরু-স্বভাবা ছিলে না, তবে আজ এত ভয় পাচ্চ কেন? কই আমাদের ত কোন ভয় হচ্চে না। তুমি মহারাজা-

ধিরাজ বীরকেশরের কন্যা হ'য়ে সামান্য কারণে এতদূর ভীত হয়েচ—এ কথা শুন্‌লে যে লোকে হাঁসবে।

মাধুরী। সখি! তোমরা যাই বল যাই কও, আমার মন কিন্তু কিছুতেই প্রবোধ মান্‌চেনা। (সহসা বিদ্যুৎ প্রকাশ)। ওই দেখ গগনমণ্ডলে ঘোরতর ঘন ঘটায় একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে; মধ্যে মধ্যে চপলাদেবীও দেখা দিচ্চেন, তোমরা এ দেখেও কোন্ সাহসে এখনও এখানে দাঁড়িয়া আছ?

তর। সখি আমরা ত তোমায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তে বল্‌চিনা, চলনা মন্দিরের ভিতরে যাই; শীঘ্র শীঘ্র পূজা সাঙ্গ করে আমরা বৃষ্টির পূর্ব্বেই বাড়ী পঁহুছিতে পার্‌ব।

মাধুরী। সখি! আমি প্রাণান্তেও মন্দিরের ভিতরে যেতে পার্‌ব না, আমি এই রোয়াকে বসে রইলুম, তোমরা গিয়ে পূজা করে এস। (মল্লিকা ও তরলিকার হাস্য)। সখি! তোমরা হাঁসলে কেন? আমিত হাঁসির কোন কথাই বলিনি।

তর। রাজকুমারি! আজ থেকে তুমি আর কিছু খেওনা?

মাধুরী। কেন?

তর। এর আবার কেন কি, তুমি খেলেও যা আমি খেলেও তা; তোমার হয়ে আমি না হয় একবার বেশী করে খাবো, তা হলেই হবে।

মাধুরী। হ্যাঁ তা বুঝি কখন হ'য়ে থাকে? আমি এত বোকা নই যে এ কথা বিশ্বাস কর্‌ব। তুমি খেলে তোমারই পেট ভর্‌বে। আমার ত তাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি হ'বেনা।

তর। তবে আমি শিবপূজা কর্‌লে আমারি ভাল বর হবে, তোমার ত হবে না।

মাধুরী। সখি! তোমাদের বাক্‌চাতুরী আমার আর ভাল লাগে না, আমার প্রাণ যেন কেমন কেমন কচ্চে। তোমাদের পূজা কর্‌তে হয় কর, নইলে অবিলম্বে বাড়ী ফিরে যাই চল। বলিতে কি আমার এখানে আর তিলার্দ্ধ মাত্র থাকিতে ইচ্ছা নাই।

তর। রাজকুমারি! ক্ষমা কর, আমাদেরই অপরাধ হয়েচে। আচ্ছা ভাই মল্লিকা! এখন এক কাজ কর্, গোটা কতক ফুল বিল্বপত্র মন্দিরের দ্বারে রেখে আয়, রাজকন্যা ওইখান থেকেই পূজা কর্‌বেন। (মাধুরীর প্রতি) কেমন সখি! এতে কি তোমার কোন্ অমত আছে?

মাধুরী। না, মার যখন একান্ত ইচ্ছা যে আমি শিবপূজা করি, তখন তাঁর ইচ্ছা যতদূর সাধ্য পূর্ণ করা আমার উচিত।

(মল্লিকা ও তরলিকার মন্দিরের ভিতর প্রবেশ, সহসা অভ্যন্তর হইতে যমদূতের ন্যায় একজন ভীষণাকার কাপালিকের বহির্গমন ও বাহিরে আসিয়াই শিকল দেওন, ভিতরে অস্ফূট চীৎকার ধ্বনি।)

মাধুরী। (কাঁপিতে কাঁপিতে) ও বাবা, এ আবার কে, হে অনাথনাথ বিপদভঞ্জন মহাদেব! রক্ষা কর।

(মূর্চ্ছা।)

কাপালিক। এতদিনে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল; কতদিন ধরে মনে মনে সাধ ছিল যে একটী সুরূপা কুমারীকে সম্মুখে রেখে শব-সাধনা কর্‌ব। আজ ভগবান আমার প্রতি মুখ তুলে চাইলেন। যাই আগে আমার অমূল্য রত্নকে গুপ্ত স্থানে লুকিয়ে রেখে আসি। তারা! এইবার দেখ্‌ব মা দেখা দিস্ কি না।

(মূর্চ্ছিতা মাধুরীকে স্কন্ধে লইয়া প্রস্থান।)



তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অরণ্যের অপর পার্শ্ব।

(একটী বৃক্ষে ঠেস দিয়া মোহন দণ্ডায়মান।)

মোহন।

(গীত)

কেন কেন মন উদাসী।
কিছুই লাগেনা ভাল শূন্য প্রায় দশ দিশি॥
যে দিকে নয়ন পড়ে, শোভা রাশি থরে থরে,
হেরিতে তবুও কারে নিরন্তর অভিলাষী॥
সুন্দর হেরিলে পরে তার মুখ মনে পড়ে
পরাণ সঁপেছি যারে পাব কিরে সে রূপসী॥

(মূর্চ্ছিতা মাধুরী স্কন্ধে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে বৃক্ষান্তরালে কাপালিকের প্রবেশ।)

মোহন। (চকিত ভাবে) কে ও যায়, চোরের ন্যায় সন্দিগ্ধ হৃদয়ে, ধীর-পাদ-বিক্ষেপে কে ও যাচ্চে। অবার স্কন্ধে ওটা কি? বালিকা বলে বোধ হচ্চে যে। না, লক্ষণ ভাল নয়। (উচ্চৈস্বরে) ওরে পাপিষ্ঠ! তিষ্ঠ, আর এক পদও অগ্রসর হইও না, শুন্‌লে না আবার পলায়নের চেষ্টা, আচ্ছা যাও কত দূর যাবে। [শরক্ষেপ]

কাপা। (মাধুরীকে ফেলিয়া ভূতলে উপবেশন) উঃ কে আমার এ ভীষণ শত্রুতা কল্লে, উঃ—উঃ—যাতনায় প্রাণ যায়—বড় তৃষ্ণা—একটু জল, জল। ভাই হে! তুমি যেই হওনা কেন, একটু জল দিয়ে আমায় বাঁচাও।

[বারিপূর্ণ চর্ম্মপাত্র হস্তে মোহনের কাপালিক-সমীপে আগমন] জল এনেছ? আঃ বাঁচালে [মুখ ব্যাদান ও মোহনের অল্প অল্প করিয়া জল দেওন।]

মোহন। এ কি এ, কাপালিক দেখ্‌ছি যে! তবে কি আমি এক জন কাপালিককে বাণবিদ্ধ করেছি। ভাল কাপালিক! তুমি কি জন্য এই অসহায়া অবলা রমণীকে লইয়া পলায়ন করিতেছিলে?

কাপা। উঃ—উঃ—প্রাণ যায়—বড় জ্বালা, আমার সর্ব্বশরীরে কে যেন বিষ ঢেলে দিচ্চে।

মোহন। কেন কেন কাপালিক, তুমি অমন কচ্ছ কেন? আমার আঘাত ত সাংঘাতিক নয়, তুমি যাতে কেবল এই বালিকাকে ছাড়িয়া পলায়ন কর সেই জন্য দূর হইতে বাণ-বিদ্ধ করেছি।

কাপা। হা নির্ব্বোধ! তুমি কি করেছ, এখনো কি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না। তোমার বাণ নিশ্চয়ই বিষ মাখান ছিল, উঃ—সহস্র সর্পাঘাতেও এত যন্ত্রনা হয় না, জ্বলে মলুম।

মোহন। (ম্লান বদনে) কি সর্ব্বনাশ! আমি কি তবে ভ্রম-বশতঃ এক জনের জীবন নষ্ট করিলাম। আমার যে তা হলে, নরকেও গতি হবে না। ভাই কাপালিক! [পদতলে উপবেশন] আমি তোমার চরণ ধরে বিনয় করে বল্‌ছি, তুমি আমায় ক্ষমা কর। পরমেশ্বরের দিব্য, বাণ যে বিষ মাখান, তা আমি ঘুর্ণাক্ষরেও জানিতাম না। তা জান্‌লে কি আর এই বিষম সর্ব্বনাশ সঙ্ঘটিত হয়।

কাপা। (মৃত্যু যাতনায় অধীর হইয়া) ভাই, তুমি যদিও আমার পরম শত্রুর কার্য্য করেছ, তথাপি আমি অন্তরের সহিত তোমায় ক্ষমা কল্লেম। সকলই বিধাতার খেলা। তোমার দোষ কি? আমার আর বড় দেরী নাই, আর একটু জল [মোহনের অল্প অল্প মুখে জল দেওন]। যাইবার আগে তোমা-কে একটী কথা বলে যেতে ইচ্ছা হচ্চে। স্থির হয়ে শ্রবণ কর। উঃ, আঃ, বড় জ্বালা—আমি বেশ দেখ্‌চি, তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। তুমি আমাকে বধ করে, আমার সঞ্চিত তপোরাশির ফলভাগী হয়েচ। উঃ—প্রাণ যায়—বড় কষ্ট হচ্ছে—ভাই তুমি যেই হওনা কেন, আমার গ—তি - ক—রো, মা—জা—হ্ন—বী! ক্রো—ড়ে স্থা—ন দি—ও মা।

[মৃত্যু]

মোহন। (জানু পাতিয়া করযোড়ে) হে চন্দ্র-সূর্য্য! তোমরা সাক্ষী, হে পার্ব্বতীপতি! তুমিও সাক্ষী রইলে, আমি অজ্ঞানে এ ব্যক্তির বধের কারণ হয়েছি, তজ্জন্য আমায় যেন কোন পাপ না অর্শে। এখন দেখি এই অসহায়া বালিকা কে? [গাত্রোত্থান ও ভূপতিতা মাধুরীর নিকট গমন করিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ]. অহো! একি দেখি জগদীশ্বর! এই কি তোমার মনে ছিল, এ যে মাধুরী—মাধুরী এখানে কেন? মাধুরী মৃতা না জীবিতা? মাধুরী! মাধুরী! উত্তর নাই, একেবারে নীরব—নিশ্চয়ই প্রাণ পাখী দেহ-পিঞ্জর থেকে উড়ে গেছে। অহ, কি হ'লোরে, বুক ফেটে যায়; নয়ন আর কি দেখ্চ, মাধুরী নাই, তুমি অন্ধ হয়ে যাও। অ্যাঁ, মাধুরী নাই! সত্যই কি মাধুরী নাই? (ক্রুদ্ধ ভাবে) না, তা কখনই হতে পারে না, মাধুরী আমারি আছে, আমার মাধুরীকে কার সাধ্য আমার কাছ ছাড়া করে? [ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপূর্ব্বক] যমদূতগণ, সাবধান, এখনো বল্‌চি মাধুরীকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করোনা, তা হ'লে বিলক্ষণ প্রতিফল পাবে। অ্যাঁ ও কে ও, ওত যমদূত নয়, ও যে মাধুরী—আমার নয়নমণি প্রাণের প্রাণ মাধূরী; মাধুরী ডাক্‌চ—আমায় হাত নেড়ে ডাক্‌চ; এতক্ষণের পর কি দয়া হল।

এই যে আমি যাচ্চি। কই, কেউত নাই। দেখেচি দেখেচি—এইবার দেখেচি। হা হা হা আর কোথা পালাবে? দাঁড়াও, ঠিক ওইখানে দাঁড়াও—এক পাও নড়োনা। আমি তোমার কাছে [দ্রুতবেগে গমন ও মাধুরীর অঙ্গস্পর্শে ভূতলে পতন ও পরক্ষণেই উত্থান।] একি এ [নিম্নে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক] এইত আমার মাধুরী—আমি কি তবে এতক্ষণ প্রলাপ বক্‌ছিলেম। মাধুরী না নড়চে? দেখি প্রাণ আছে কি না [নিশ্বাস পরীক্ষা]। আছে আছে—এখনো প্রাণ আছে; এখনো চেষ্টা কল্লে বাঁচতে পারে। [ক্রোড়ে মস্তক লইয়া উপবেশন ও ধীরে ধীরে মুখে জলসিঞ্চন ও বস্ত্রাঞ্চল দিয়া ব্যজন] ধন্য পরমেশ্বর! তোমার মহিমাই ধন্য, মাধুরী এইবার চোক চাইবে বোলে বোধ হচ্চে।

মাধুরী। [অল্পে অল্পে নয়ন উন্মীলন করিয়া] একি—আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌চি না সত্যই মোহনের ক্রোড়ে শায়িতা আছি। এ নিশ্চয়ই স্বপ্ন। না, আর চক্ষু উন্মীলন কর্‌বনা, তাহলে আমার এ সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে [নেত্র নিমীলন]

মোহন। মাধুরী! মাধুরী! এ স্বপ্ন নয়, চেয়ে দেখ, যথার্থই তুমি আমার কোলে শয়ানা আছ। তুমি কি আমার

স্বর শুনেও বুঝতে পাচ্চ না যে আমি তোমার সেই বাল্য সখা মোহন।

মাধুরী। [চক্ষু উন্মীলন ও ধীরে ধীরে উপবেশন] মোহন? হ্যাঁ সত্যইত মোহন আমার সন্মুখে রয়েছে। মোহন! আমি কোথা? তুমি এখানে কেমন করে এলে? সখীরা গেল কোথা?

মোহন। মাধুরী, স্থির হও, একেবারে অত কথা জিজ্ঞাসা করো না। তুমি একটু সুস্থির হ'লে ওসব কথা আপনিই মনে পড়বে।

মাধুরী। [ক্ষণেক ভাবিয়া] হ্যাঁ মনে পড়েচে। আমরা তিন সখীতে শিবপূজা কর্‌তে এসেছিলেম। হঠাৎ একজন ভীষণাকার সন্ন্যাসী আমাকে ধরবার জন্য দৌড়ে আসে। আমি তাকে দেখেই মূর্চ্ছা যাই; সেই হয়ত আমায় এখানে এনেছে, [ইতস্ততঃ দৃষ্টিপূর্ব্বক] ওই না সেই সন্ন্যাসী পড়ে রয়েচে? ওর কি মৃত্যু হয়েচে? মোহন, কে ওর প্রাণ বধ করে আমায় রক্ষা কল্লে।

মোহন। যে করেছে তাকে কি পুরস্কার দেবে আগে বল তার পর তার নাম কর্‌ব।

মাধুরী। তবে এ তোমারি কাজ। মোহন! তুমি কেন এ দুঃসাহসের কার্য্য কর্‌লে। উঃ— কি ভয়ঙ্কর চেহারা; যদিও দেহে প্রাণ নাই তথাপি দেখে

এখনও আমার হৃৎকম্প হচ্ছে। মোহন! তুমি কেমন করে এ ভীষণ কাপালিকের প্রাণবধ কল্লে? তোমার শরীরে কোথাও আঘাত লাগে নাই তো?

মোহন। না, আচ্ছা মাধুরী! যদি কাপালিকের হস্তে আমার মৃত্যু হ'ত, তা হলে তুমি কি কর্‌তে?

মাধুরী। তাহলে? তাহলে কি আর আমি এ প্রাণ রাখতেম? হয়ত ঐ পাহাড় থেকে পড়ে নয়ত ঐ নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ কর্‌তেম।

মোহন। তুমি আমার জন্য আত্মহত্যা কর্‌তে কেন?

মাধুরী। কেন? তা আমি জানি না।

মোহন। মাধুরী! তুমি কি আমায় ভাল বাস?

মাধুরী। তা শুনে আর তোমার কি হবে? তুমি ত আর আমায় ভাল বাস না।

মোহন। মাধুরী, মাধুরী, এ বিশ্বাস তোমার সম্পূর্ণ ভ্রম, আমি তোমাকে অন্তরের সহিত, প্রাণের সহিত ভাল বাসি। মাধুরী! আমি পিতামাতার ভালবাসা ভিন্ন আর কারো ভালবাসা আগে জানিতাম না। কিন্তু যেদিন থেকে তুমি আমার নয়ন পথের পথিক হয়েচ, সেইদিন থেকে আমার নবজীবন সঞ্চার হয়েচে। তোমায় নিরীক্ষণ করিলে আমার হৃদয়ে কি যে এক অভিনব ভাবের উদয় হয় তাহা কেমন করিয়া বলিব। মাধুরী! স্বর্গ কেমন আমি তাহা

কখন দেখি নাই; কিন্তু যদি কখন স্বর্গসুখ ভোগ করে থাকি ত সে তোমার কাছে। মাধুরী! অমৃত কেমন মধুর তাহাও জানি না, কিন্তু যদি কখন অমৃত আস্বাদন করে থাকি ত সেও তোমারই কাছে। তোমার মধুমাখা কথা আমার কর্ণ-কুহরে যেন অমৃতবর্ষণ করে। মাধুরী! আমি জানি তোমায় আমায় স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ। তোমার পানিগ্রহণেচ্ছা আমার নিতান্ত দুরাশা, বাতুলতা মাত্র। কিন্তু কি করি, অবোধ মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না। আমি কতদিন তোমায় একথা বল্‌তে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু লজ্জাবশতঃ পারি নাই। মুখ ফুটব ফুটব করেও ফুটে নাই। আজ আমি সকল লজ্জা বিসর্জ্জন দিলাম। আজ আমি তোমার কাছে মুক্তকণ্ঠে অঙ্গীকার কচ্চি যে এজীবনে তোমা ভিন্ন অন্য রমণীকে প্রণয় দৃষ্টিতে দেখব না। মাধুরী! আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনা কচ্চি যে তুমিও আমার মত লজ্জা ত্যাগ করে বল, আমায় ভাল-বাস কি না? আমার অদৃষ্ট জানবার জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েচে। তোমার কথায় হয় আমি সৌভাগ্য স্বর্গের সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহন কর্‌ব, নয়ত নিরাশার গভীরতম নরকে পতিত হইব। বল বল প্রিয়তমে! স্বর্গ ও নরক এ

উভয়ের মধ্যে আমায় কোন স্থানে রাখা তোমার অভিপ্রেত ?

মাধুরী। মোহন! আমার সখিরা মন্দিরের ভিতর বন্দী রয়েচে, তাদের কি হ'ল চল দেখিগে।

মোহন। হ্যাঁ ও কথা বলে আমায় ফাঁকি দিতে চেষ্টা কল্লে চলবে না, আমার কথার উত্তর দাও। আর তোমার সখীদের জন্য ভাবনা কি ? তারা মন্দিরের ভিতর থেকে আর কোথাও যেতে পারবে না।

মাধুরী। তুমি যদি আমার সখীদের এখনি মুক্ত করে না দাও তা হলে কিন্তু আমি তোমায় ভালবাসি না।

মোহন। হ্যাঁ তুমি ভালবাস। তোমার মুখ বলচে ভালবাস, তোমার চোক্ বলচে ভালবাস, তোমার 'ভাল-বাসি না' বলচে ভালবাস।

মাধুরী। [সলজ্জ বদনে] তবে ভালবাসি, হ'লত, এখন আমার সখীগণকে উদ্ধার কর্‌বে চল।

মোহন। এখন শুধু সখীদের কেন, ত্রৈলোক্যের বন্দীগণকে উদ্ধার করতে বললেও আমি তাতে পরাঙ্মুখ হব না। মাধুরী! তুমি আজ আমায় যে সুখী কল্লে, তাহা বর্ণনাতীত। এইরূপ অনুগ্রহ যেন আমার প্রতি চিরদিন থাকে ; হ্যাঁ তোমার সখীরা মন্দিরের ভিতর বন্দী আছে বল্লে নয় ? আচ্ছা কোথায় সে মন্দির চল দেখিগে। (উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বন

(বনদেবী সিংহাসনে আসীনা। উভয় পার্শ্বে সখীগণ দণ্ডায়মানা।)

প্রথম সখী। মধুর পবন মধুর গগন,
মধুর মাসেতে মধুর সবে।

দ্বিতীয় সখী। গায় মধুকর গায় পিকবর,
গায়িছে পাপিয়া মধুর রবে॥

তৃতীয় সখী। ফুঁটিল চামেলী, গোলাপ, মালতী,
কমল কলিকা কুসুমাবলী।

চতুর্থ সখী। ললিত ললিত, সুলয় মিলায়ি
পরিমল লোভে, ছুটিল অলি॥

পঞ্চম সখী। দিবাকর করে শোভিছে কেমন
নূতন পাতায় বিটপী রাজি।

৬ষ্ঠ সখী। বনফুল সাজে সাজি বনদেবী
হেরগো কেমন শোভিছে আজি॥

সকলে। এস সবে মিলি নবফুল মালে,
দিই ভক্তি ভরে দেবীর গলে॥

(মোহন ও মাধুরীর প্রবেশ।)

মোহন। কই কই প্রিয়তমে! কোথা তরলিকা,

মল্লিকা কোথায় গেল, কোথা সে মন্দির?
এত করে খুঁজি মোরা তবু নাহি পাই
যদি—একি! একি হেরি! কোথায় আইনু
বসন্তের ক্রীড়া ভূমি! অপূর্ব্ব শোভায়
সুশোভিত দশদিশি। হেরলো নয়নে,
নব পত্রে সুরঞ্জিত বন তরু বরে
জড়ায়েছে প্রেমভরে সুদৃঢ় বন্ধনে
কুসুমিতা লতা। আহা! কত পায় ব্যথা
সুকুমার দেহে সেই তরু সঙ্ঘর্ষণে;
তবু নাহি মানে, যেন লাগে তার প্রাণে
ফুলের আঘাত সম। রমণীর প্রেম
পুরুষ প্রেমের চেয়ে বেশী শতগুণে।
ফুল আভরণে শোভে প্রকৃতিসুন্দরী
কি সুন্দর মনোরম! কিবা অনুপম
সঙ্গীত-লহরী প্রিয়ে পশিতেছে কানে,
ভ্রমর গুঞ্জনে, মরি পিককুল গানে!
ইচ্ছা হয় দোঁহে পিক পিক-বধু বেশে
থাকি চিরতরে এই কানন ভিতরে।

(অপর দিকে দৃষ্টিপূর্ব্বক)

আহা মরি! একি হেরি এ বিজন বনে?
লয়ে সখিগণে, সাজি কুসুম ভূষণে,
বনদেবী করিছেন লীলা! বনমালা

দোলে গলে অবিরাম। রূপের ছটায়
জ্যোতিহীন দিবাকর। সুখের আকর
এই বনভূমি আজি দেবী-পদার্পণে
অতি মনোরম !

মাধুরী। চল চল প্রিয়তম !
নমি মোরা তুইজনে দেবীর চরণে।
বিপদ সাগরে সেতু ও পদ তুখানি।

উভয়ে। [নিকটে গিয়া]
প্রণমে সন্তান মাতঃ ! হের কৃপা নয়নে,
নাশিয়া বিপদ রাশি রাখ রাঙ্গা চরণে।

বনদেবী। এস এস প্রাণাধিক তনয় তনয়া,
আশীর্ব্বাদ করি দোঁহে, হও চিরজীবী
চিরসুখী ; অচিরেতে পুরিবে কামনা
দোঁহাকার। ম্লানমনা হওনাকো আর।
শিশুকাল হতে আমি বড় ভালবাসি
তোমাদের, শান্ত কর চিন্তাকুল চিত।
মায়ায় মোহিত হয়ে ছায়ার আকারে
ভ্রমি আমি নিরন্তর তোমাদের সনে।
বড় ভয় মনে, পাছে আমার বিহনে
বিপদে উদ্ধার নাহি পাও। জানি আমি
কি হেতু ভ্রমিছ আজি এ ঘোর বিপিনে ;
তাই লয়ে সখিগণে আইনু এখানে,

স্নেহের-বন্ধনে বাঁধি রেখেছ যে দোঁহে।
কি উপায়ে পুনরায় পাবে সখীগণে
বলিব মাধুরী! বাছা, শুন মন দিয়া।
মোহন তুমিও শুন; রাখিয়া মায়েরে
মোর কাছে, যাও তুমি উত্তর দিকেতে
বরাবর, সে মন্দির পাবে পথ মাঝে।
বিনা ব্যাজে মুক্ত করি বন্দিনী দুজনে
কাতরা মাধুরী সনে মিলাবে ত্বরায়।

মোহন। আসি কি দেখিতে পাব জননী, তোমায়?
বনদেবী। পাবেনা পাবেনা বাছা মাগিরে বিদায়।
মোহন। বুঝি পুণ্যবতী তত সখীগণ নয়।
বনদেবী। তা বলে মায়ের স্নেহ কম নাহি হয়।
মোহন। বিপদে পড়িয়া যবে কাঁপিব মা ভয়ে?
বনদেবী। অলক্ষ্যে থাকিয়া আমি রক্ষিব উভয়ে।
মোহন। আসি মা, বিদায় মাগে অবোধ সন্তান,
রাঙ্গা পদে সদা যেন থাকে মন প্রাণ॥

(প্রণাম ও প্রস্থান)

বন। (মাধুরীর প্রতি) আয় মা মায়ের কোলে জুড়াক্ জীবন,
কেন ভীত চিন্তাকুল সলাজ বদন?

(মাধুরীকে ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন)

কি ভয় কি চিন্তা তোর? দিলাম অভয়,
বলিলাম মনস্কাম পূরিবে সত্বর;

তথাপি আনত মুখী! লাজ ভরে বুঝি!
মার কাছে লাজ যে মা সাজেনা মেয়ের।
নাহি হেন কথা কিম্বা নিভৃত বাসনা,
মার কাছে মেয়ে যাহা পারে লুকাইতে।
হাসি মুখে মার পানে চাও একবার
চাও মুখ তুলে; যাই এ জগৎ ভুলে;
বাড়িল বনের শোভা তোরে লয়ে কোলে!

মাধুরী। (প্রফুল্ল বদনে) মা, মা, এত স্নেহ তোর এ দাসীর প্রতি!
হাসি কি থাকিতে পারে না আসি মা আর?
শ্রীঅঙ্গ পরশে, মাগো, গেছে সব জ্বালা,
পড়িয়াছে বহুদূরে অসার-সংসার,
কি এক স্বর্গীয় ভাবে চিত্ত প্রমোদিত।
কি কুহকে গেলা লাজ, নারীর ভূষণ,
কিছুই বুঝিতে নারি। ক্রমেই সাহস
বাড়িছে জননী! মোর, বসি কোলে তোর;
জিজ্ঞাসা করিতে কিছু সাধ এবে মনে।

বনদেবী। কি জানিতে চাস্ বাছা বল ত্বরা করি,
কিছুই অদেয় নাই তোরে।

মাধুরী। দয়াকরি—
দিলি যদি দরশন, মিনতি চরণে—
নারীধর্ম্ম-কথা কিছু শুনা মা আমায়।

বনদেবী। নারীধর্ম্ম! মরি মরি কি সুন্দর কথা

জিজ্ঞাসা করিলি বাছা! সতী রমণীর
জানিবার ইহা ছাড়া নাহি কিছু আর।
পূর্ব্বে ব্যোমকেশ যাহা বসি বিল্বতলে
উন্মুখী উমারে কহি, হতেন বিভোর,
জানি আমি, বলিতেছি; শুন মন দিয়া।
পতি গতি রমণীর, পতিই দেবতা,
পতির বচন কভু করোনা অন্যথা।
তপ জপ ব্রত দান সকলি অসার,
পতিসেবা বিনা কোন ব্রত নাহি আর।
ইষ্ট-দেব দরশন অন্যে নাহি পান;
নারীর দেবতা কিন্তু সদা মূর্ত্তিমান।
কোমল নারীর প্রাণ, ধ্যান ধারনায়
নাহি পটু, দেহ ধারী দেব তাই পায়।
কায়মনোবাক্যে যেবা সেবে পতি দেবে,
চরমে পরমা গতি লভয়ে ত্রিদিবে।
পতিনিন্দা বিষ তুল্য জানিবে রমণী;
সাক্ষী তার আছে সতী সতী-শিরোমণি।
প্রাণপণে করো পতি-সন্তোষ বিধান;
নিজ প্রাণ দিলে তবে পাবে পতি-প্রাণ।
পতি-বন্ধু নিজ-বন্ধু বিনা কিছু নয়,
পতি-শত্রু নিজ শত্রু জেনো সুনিশ্চয়।
পতি-চক্ষে এ সংসার দেখিতে হইবে,

মহামূল্য পতি-প্রীতি তবে ত পাইবে।
এইরূপে পাতি-ব্রত্য করিয়া পালন,
পতি স্থানে বিশ্বপতি করিবে স্থাপন।
অন্তিমের কথা ইহা, আদিমের নয়,
রমণীর মুক্তি ভবে এইরূপ হয়।
(মাধুরীকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দণ্ডায়মানা।)
লয়ে সখীগণে ত্বরে আসিছে মোহন,
দাও গো বিদায় মোরে, আসি মা এখন।

মাধুরী। অসার সংসারে মাতঃ! আবার ফেলিলে।
বনদেবী। অসার নয় মা কভু নির্লিপ্ত থাকিলে।
মাধুরী। প্রণমি চরণে ওই চতুর্ব্বর্গময়। (প্রণাম)
বনদেবী। সিঁথীর সিন্দুর তব হইবে অক্ষয়।
(প্রস্থান)

(গীত)

সখীগণ।

ওই আসে আসে লো তোর মন মোহন মনোচোরা।
বঁধু এসে, কাছে ঘেঁসে, কবে কত কথা রসে ভরা॥
সুবাসিত ফুট্‌ছে ফুল,
ছুট্‌ছে লোভে অলিকুল,
মলয় পবন বহি ধীরে করে প্রাণ মাতোয়ারা॥
গোলাপের পাপ্‌ড়ি প্রায়
ঠোঁট দুখানি কাঁপছে তায়,
ধর ধর পর গলায় মালা নাম মনোহরা।

(মাল্য প্রদান ও গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

(মোহন, মল্লিকা ও তরলিকার প্রবেশ)

মল্লিকা ও তর। রাজকুমারী—রাজকুমারী—রাজকুমারী কোথা?

মাধুরী। ভয় কি সখি! এই যে আমি আছি।

তর। সখি! তোমায় যে আবার দেখ্‌তে পাব এ আশা ছিল না।

মল্লিকা। সখি! আমরা এতক্ষণ অবলা-বান্ধব ভবানীপতির নিকট কেবল তোমার মঙ্গল কামনা কচ্ছিলাম। হ্যাঁ ভাই, তুমি কেমন করে সেই যমদূতের হাত থেকে নিস্তার পেলে?

মাধুরী। (মোহনকে দেখাইয়া) এই বীর পুরুষ আমায় উদ্ধার করে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করেছেন।

তর। (জনান্তিকে মাধুরীর প্রতি) আর কোন পাশে বদ্ধ করেন নাই তো?

মাধুরী। (জনান্তিকে) যাও।

তর। (জনান্তিকে) তা এখন ত তাড়িয়েই দেবে।

মল্লিকা। ধন্য বীরত্ব! যার এমন সুপুত্র সে জননীও ধন্য।

তর। আর যে এমন বীরের অঙ্কলক্ষ্মী হবে তার অদৃষ্টও ধন্য।

মোহন। (সলজ্জ ভাবে) আমি কোন ক্রমে তোমাদের প্রশংসার যোগ্য নই। কাপালিকের সাধ্য কি যে তোমাদের সখির কোন অনিষ্ট করে!

মাধুরী। তোমরা ওঁর কথা বিশ্বাস করো না। উনি না থাকলে নিশ্চয়ই আমায় জীবনের আশা ত্যাগ করতে হত।

মল্লিকা। (জনান্তিকে মাধুরীর প্রতি) তাইত সখী তুমি যে শিব পূজা না করেই মনোমত বর পেলে দেখ্‌চি। এখন থেকেই 'উনি' 'তিনি'?

মাধুরী। (কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক) আবার তুমিও লাগলে?

মোহন। আর আমাদের এখানে দেরী করা উচিত হচ্চে না। রাজপুরীতে সকলে কত ভাব্‌ছে। শীঘ্র তথা যাই চল, সেখান থেকে জন কতক রাজভৃত্য পাঠিয়ে দিয়ে কাপালিকের সৎকার করাতে হবে।

[সকলের প্রস্থান]

যবনিকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজ্ঞী লীলাবতীর কক্ষ।

(লীলাবতী ও মাধুরী আসীনা।)

লীলা। আয় বাছা কাছে আয়, কি মনোবেদনা
বল্ খুলি মার কাছে ; ভুলেছিস্ খেলা,
পূর্ণ শশধর সম ওই চারু মুখ
বিষাদ মেঘেতে ঢাকা, কি ভাবনা তোর ?
সুললিত দেহলতা, কোমল নধর,
শুকাইছে অযতনে কিসের লাগিয়া ?
বাঁধা ছিল অধরেতে হাসি, রবিকর
খেলে অনিবার যথা গোলাপের দলে ;
গেছে হাঁসি, ছায়া তার শুধু থাকি থাকি
চমকে নীলিমাময় ওষ্ঠাধর মাঝে,
ক্ষীণ ক্ষণপ্রভা যথা নীল মেঘ কোলে।
দিস্‌নে বেদনা আর মায়ের পরাণে,
বল্ কেন হলি হেন—কি ভাবনা তোর ?

মাধুরী। কিসের ভাবনা মাগো, কি অভাব মোর ?
এক মেয়ে রাজকুলে—সবার আদর
বরষে বৃষ্টির মত আমার উপরে।
না চাহিতে পাই সব, একা করি ভোগ
মা বাপের সবটুকু স্নেহ।
লীলা। ছেলেবেলা
দূর উপবনে যবে খেলিতে খেলিতে
পড়িয়াছে কোন কথা মনে, ছুটে এসে
বলেছিস্ মার কাছে। মাতা ও মেয়ের
ছিল এক মন। আজি হয়েছিস্ বড়,
শিখেছিস্ লুকাইতে হৃদয়ের ভাব।
মাধুরী। কেন এ নিঠুর বাণী মাতঃ! ক্ষম দোষ
করিওনা রোষ। বুঝি ছিনু আনমনে
কি বলিতে কি বলেছি ; বল আর বার,
দিব সদুত্তর আমি, পারি যতদূর।
লীলা। কাজ নাই তাহে বাছা, কোমল পরাণে
ব্যথা দিতে নাহি সাধ ; দেখি দশা তোর
আসি তরলিকা মোরে কহিল বারতা—
মোহন-মাধুরী কথা আগাগোড়া সব।
তোল মাথা, কেন লাজ মায়ের সমীপে।
শোন স্থির হয়ে যাহা বলি এবে আমি।
কেন এ প্রণয়ে বাছা দিলি হৃদে স্থান ?

বিফল, কেবল নিজ অমঙ্গল হেতু।
সত্য বটে রূপে গুণে নীলাম্বর সুত
যোগ্য তোর, কিন্তু সে যে দরিদ্রের ছেলে!
মর্য্যাদা লাঘব হবে নিশ্চয় রাজার
এ বিবাহ দিলে, তাঁর হবেনা সম্মতি।
তবে আর কেন বৃথা এই কাল সাপে,
বিফল প্রণয়ে এই পুষিবি হৃদয়ে?
শোন্ মা মায়ের কথা, কখনত তুই
হস্‌নে অবাধ্য মোর, ভুলে যা মোহনে।

মাধুরী। ভুলে যাব—ভুলে? মাগো বড়ই কঠোর
আদেশ করিলে আজি। মানস-আসনে
বসাইয়া এতদিন পূজিনু যাহারে
রমণীহৃদয় বৃত্তি দিয়া উপহার
ভুলে যাব তারে? যার মোহনপ্রকৃতি
ধ্যান জ্ঞান সব মোর, ভুলিব তাহারে?
ভুলে যাব ইষ্টদেবে? কেমনে ভুলিব?
শিরায় শিরায় মাতঃ! যার চিন্তাস্রোত
বহে দিবানিশি, তারে কেমনে ভুলিব?
কেমনে ভুলিব তারে, মিশায়েছি যাহে
চিরজীবনের তরে অস্তিত্ব আমার।
কাড়ি লও প্রাণ, মাগো, তাও সহ্য হবে—
প্রাণের অধিক ধনে নিওনা কাড়িয়া।

ধিক স্বার্থপর মোরে, কি বলিনু এবে!
ক্ষম দোষ, উন্মাদিনী আজি আমি মাতঃ!
থাকুক তোমার কথা, পিতার মর্য্যাদা,
কন্যার উচিত যাহা করিব পালন।
ভুলে যাব মোহনেরে, কিন্তু তার সাথে
জনক জননী স্নেহ ভুলে যদি যাই,
জগতেরে চিরতরে ভুলে যাই যদি,
চিরবিস্মৃতির জলে সব নিমগণ
হয় যদি ভাগ্যদোষে অভাগী কন্যার—
নিওনা মা অপরাধ।

লীলা। বালাই, বালাই,
জীবন থাকিতে তাহা নারিব সহিতে।
মোছ্ অশ্রু; মনস্কাম পুরাইতে তোর
আজি হতে প্রাণপনে করিব প্রয়াস।
আয় তোরে রেখে যাই সখীদের কাছে।
কায়মনে পূজে থাকি যদি ইষ্টদেবে,
নিশ্চয় করিব তবে অসাধ্য সাধন।

[মাধুরীকে লইয়া প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মহারাজ বীরকেশরের নিজকক্ষ।

(চিন্তামগ্নভাবে মহারাজ বীরকেশরের পরিক্রমণ, সহসা রাজ্ঞী লীলাবতীর প্রবেশ।)

লীলা। মহারাজ! একি অবিচার!

রাজা। কেন কি হয়েছে রাণী!

লীলা। কি হয়েছে জিজ্ঞাসিছ, নাহি লাজ মনে?
পিতা হ'য়ে তনয়ারে তিল তিল করি
বধিছ জীবনে, বল এ কোন্ বিচার?
কেন উদাসীন সদা তাহার বিবাহে?
কার ঘরে এত বড় কুমারী তনয়া
রয়েছে দেখাও মোরে। আপন মর্য্যাদা
ভাব সদা, নাহি ভাব তনয়ার দশা।
এর নাম পিতৃস্নেহ? ধিক্ হেন স্নেহে।
রটাইছে কত লোকে কত মত কথা,
শুনে লাজে মরে যাই রমণী আমরা।
রাজা তুমি, নাহি কর লোকলাজ ভয়,
তাই বলি ধর্ম্মভয় নাহি হয় মনে?
অতি দীন দুঃখী যারা, তারাও সময়ে

সাধ্য মত পাত্রে করে কন্যা সম্প্রদান।
আর তুমি, রাজা এই বিপুল রাজ্যের,
নারিলে বিবাহ দিতে সময়ে কন্যার!
ধিক্ রাজ নামে।

রাজা। রাণী! মিথ্যা দোষ মোরে;
সন্ধানের নাহি ত্রুটী, দেশ দেশান্তরে,
গ্রামে গ্রামে পাঠায়েছি কত শত দূত
জোগ্য জামাতার তরে, কেহ না পাইল।
বিধি বাম, তুমি আমি কি করিতে পারি।

লীলা। রেখে দাও বিধি তব, কেবা সেই বিধি?
অদৃষ্ট বাদের কভু নহে এ সময়।
উদ্যমের মূলমন্ত্রে বাঁধি মন প্রাণ
সাধহ আপন কার্য্য, হবে না নিষ্ফল।
নাহি যদি পেয়ে থাক পাত্র মনোমত,
দেখায়ে দিতেছি আমি, দাও অভিমত।

রাজা। দেখাও মহিষি! আমি করিনু স্বীকার
যোগ্য হলে কন্যা তারে করিব প্রদান।

লীলা। যোগ্যাযোগ্য নাহি বুঝি, কিসে তনয়ার
ভাল হ'বে, তাই আজি বলিব তোমায়।
রমণী প্রবীণ বেশী পুরুষের চেয়ে
এ সব বিষয়ে; তাই বলিতে বাসনা।
যার কথা বলিতেছি তাহার মতন

মনোমত পাত্র নাহি মিলিবে কন্যার।
সুন্দর বরণ তার, সুন্দর গঠন,
সুন্দর নয়ন তার, সুন্দর বদন,
সুন্দর চলন তার, সুন্দর বচন,
সব চেয়ে ভাল তার স্বভাব সুন্দর।
তাই যাহা করে তাই পরম সুন্দর।

রাজা। কোন বংশে জন্ম ?

লীলা। তাও পরমসুন্দর—
অতি উচ্চকুল তাহে নাহি কোন ভুল।

রাজা। কোথাকার রাজপুত্র ?

লীলা। নিজে রাজা বাছা।
এত টুকু রাজ্য ; কিন্তু তাহার তুলনে
তুচ্ছাদপি তুচ্ছ তব শাসিত ভূভাগ।
নাহি কঠিনতা তথা, সকলি কোমল,
নাহি দ্বেষ, নাহি হিংসা, নাহি রোগ জরা,
স্নেহ, দয়া, মমতার লীলাভূমি সেই।

রাজা। কত সৈন্য তার ?

লীলা। সৈন্য ! নাহি একজন।
কি কাজ বা সৈন্যে তার ? অতুল বিক্রমে
শাসে অধিকৃত দেশ একা বীরবর।
কার সাধ্য রাজ্য হতে তাড়ায়ে তাহারে
সিংহাসনে তার স্থান করে অধিকার।

রাজা। বিস্ময় বাড়ালে রাণী, কে এমন জন?
না শুনিনু এত দিন এ অপূর্ব্ব কথা?
সকলি অতুল তার! ঊর্দ্ধে সুরলোকে
দেবে অসম্ভব যাহা, নরে কি সম্ভব?
নাহি দাও পরিচয়, শুধুই বর্ণনা।
প্রহেলিকা প্রায় সব হয় অনুভব।
কিসে বা বিশ্বাস হবে? সাবধান রাণি!
যে অনল জ্বালিয়াছ হৃদয় মাঝারে
নিভাও সত্বর, দাও সত্য পরিচয়।

লীলা। নীলাম্বর ব্যাধ সূত।

রাজা। কি বলিলে রাণী!
নীলাম্বর ব্যাধ সূত! ভিখারীর ছেলে!
পরিহাস মম সনে? না, না, ভ্রান্তি ভুল।
বল, বল একবার হইয়াছে ভুল।

লীলা। সত্য নীলাম্বর সূত। ভুল কেন হবে।
মোহন তাহার নাম, রূপেও মোহন।
যে যে গুণে হয় রাজা প্রজার পালক
সকলি তাহার আছে। আরো বলি শুন,
প্রাণের মাধুরী—

রাজা। অহ বুঝেছি সকলি,
বলিতে হবেনা আর। শতধিক্ মোরে,
এতক্ষণ হীণবুদ্ধি নারীর চাতুরী

বুঝিতে নারিনু আমি ; ভিখারীর ছেলে,
কোথা পাবে রাজ্য সেটা ? তবে তবে অ—হ
মাথা কাটা গেছে মোর। এও কি সম্ভব ?
কন্যার হৃদয়রাজ্য তার অধিকৃত !
মিথ্যা কথা, মিথ্যা—কিন্তু তাই বা কেমন ?
ওই স্থির মূর্ত্তিখানি নীরব নিশ্চল
বলিতেছে বাক্যহীন জ্বলন্ত ভাষায়,
সব সত্য সব সত্য। সত্য যদি সব,
তাহলে মা বসুমতি ! যাও দ্বিধা হয়ে
অভাগা সন্তান তাহে করুক প্রবেশ।
কিন্তু তা হবার নয়। মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথা
সহিতে হইবে কত। রাজকুলগ্লানি
কন্যা—না না কন্যা আর নহে সে আমার—
হীন জনে মন প্রাণ করিলা অর্পণ !
এই কিহে ছিল লিখা নিঠুর বিধাতঃ !
এ পোড়া কপালে ? রাণী পার কি বলিতে,
কেমনে এমন হল সে দিনের মেয়ে ?
যা'রে তা'রে অন্তঃপুরে প্রবেশিতে মানা
নাহি ছিল, তারি ফল পেনু এত দিনে ?
রাজকার্য্যে ব্যস্ত আমি ; তুমিত জানিতে।
কেন তবে এত দিন বলনি আমায় ?

লীলা। অভিমানে জ্ঞান হীন হইয়া রাজন !

বলো না অন্যায় মোরে। কি জানিব আমি ?
ছেলে বেলা খেলা ধুলা করিত দুজনে
অন্তঃপুর উদ্যানেতে; এই মাত্র জানি।
তারপর বড় হলে মাধুরী আমার,
মোহন প্রাসাদে বড় আসিত না আর।
ইতিমধ্যে ঘন বনে কেমনে মোহন
উদ্ধারিলা মাধুরীরে করি বীরপণা,
শুনিল যেমন সবে, আমিও তেমন।
আজি শুনি মোহনের মোহন মূরতি
হয়েছে অঙ্কিত তার কোমল হৃদয়ে,
ভাস্কর-খোদিত যথা অক্ষয় অক্ষর
মর্ম্মর প্রস্তর অঙ্গে বিরাজে নিয়ত।
কি দোষ করেছে বাছা, কেন তারে বাম,
কেন কন্যা নহে তব ? অকলঙ্ক শশী
মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা মাধুরী আমার।

রাজা। কে বলিল নয় তাহা, বলেছি কি আমি ?
অকলঙ্ক সত্য, কিন্তু এও জেনো স্থির,
ভিখারী তনয়ে নাহি করিব জামাতা।
আবার পাঠাব দূত নগরে নগরে ;
প্রথমে যাহারে পায়, রাজপুত্র হ'লে
তাহারেই কন্যা তব করিব প্রদান।
ভুলেছে আমার নাম, তোমার তনয়া

ভুলেছে গৌরব আর কুলের মর্য্যাদা
ভুলিয়াছে উচ্চপদ, তাই নীচ জনে
পূজিছে যতনে হৃদে ; যাও বলো তারে,
উপাড়িয়া ফেলে যেন মূলের সহিত
হৃদয়মন্দিরে রাখি পূজে যে প্রতিমা,
বিষবৃক্ষ উপাড়িয়া ফেলে যথা লোকে
চিহ্নমাত্র নাহি রাখি। পারে যদি তাহা
তবেই তনয়া বলি করিব স্বীকার,
যাও রাণি !

লীলা। হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে যদি যায়,
স্বভাব বিরুদ্ধ এই বিষম চেষ্টায় ?

রাজা। তাও শ্রেয় তাও শ্রেয় ; তবু যেন কেহ
নাহি বলে নীচ জন হ'ল বৈবাহিক
বীরকেশরের।

লীলা। এত—এতই নির্ম্মম !
দিলে বলি পিতৃস্নেহ মর্য্যাদার কাছে !
এক মাত্র স্নেহাধার তনয়ার মুখ
না চাহিলে একবার ! পুরুষের মন
কি দিয়া গঠিলা বিধি ! কর অনায়াসে
স্নেহমায়া বিসর্জ্জন। আর আমি—আমি
পারিব না, পারিব না থাকিতে জীবন।
ফেটে যায় বুক, যবে নিরখি তাহার

মলিন বদন, আহা সংশয়ে চিন্তায়
এতটুকু হ'য়ে গেছে! বাছারে আমার
কেন অভাগীর গর্ভে লভিলি জনম ?
(আত্মসম্বরণ করিয়া)
পাষাণে বাঁধিলে বুক যদি হে রাজন !
আপন মর্য্যাদা লয়ে থাক রাজপুরে,
যাই আমি পিতৃগৃহে, দাও অনুমতি।
মাধুরীর মনোদুঃখ সহিতে নারিব—
যাই আমি পিতৃগৃহে, বাছারে লইয়া।
আছে পিতা, আছে ভ্রাতা, শুনিবেনা কথা ?
সকলে কি অভাগীরে ঠেলিবে চরণে ?
কেন নিরুত্তর তুমি না কহিছ কথা ?
দাও বা না দাও আজ্ঞা, করিব নিশ্চয়
আছে মনে যাহা মোর ; নয়ন পুতলি
মনোসাধ পুরাইতে পারি যদি তার
তবেই জানিব মম সার্থক জীবন।
দেখ কতদুর হয় নারীর চেষ্টায়,
এই চলিলাম আমি—কে পারে ফিরাতে ?
[বেগে প্রস্থান)

রাজা। যেওনা যেওনা রাণী! শুন মোর কথা।
[পশ্চাতে প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিজন বন।

(হতপশু স্কন্ধে ধনুর্ব্বাণ হস্তে নীলাম্বরের প্রবেশ।)

নীলাম্বর। তিমিরে ঘেরিল পৃথ্বি, ডুবিল তপন।
শিবাকুল সমস্বরে ফেউ ফেউ করি
ঘোষিছে তমোময়ী নিশি আগমন,
অল্পে অল্পে অগ্রসর হন বিভাবরী।
চলিছে বিহগকুল কুলায় উদ্দেশে,
আহার সন্ধানে ফিরে যত রাত্রিচর।
বনবাসী মুনি ঋষি যোগাসনে বসে
ধ্যায়েন কমলাকান্ত পুরুষপ্রবর।
নিস্তব্ধ রজনী, ঘোর অন্ধকারময়,
তাহাতে আবার মেঘে ছাইল গগন ;
কিরাত—আমারো প্রাণে হেরি ভয় হয়,
বিপাকে পড়িয়া পাছে হারাই জীবন।
কত দিন অসিয়াছি ছাড়ি পরিজন,
বাঁধিয়া কুটীর এই বিজন বিপিনে
মৃগয়া করিয়া করি অর্থ উপার্জ্জন
অবিলম্বে চলি যাব আপন ভবনে।

নিরজন এই বন, নাহিক মানব—
দুদণ্ড কহিয়ে কথা যাহাদের সনে
প্রাণ খুলি, দূরে যায় মনোব্যাথা সব,
কেমনে অধিক দিন থাকিব এখানে ?

(সহসা গম্ভীর নাদে বজ্রপতন ও বিদ্যুৎপ্রকাশ)

বধির হইল কর্ণ গভীর নিস্বনে,
চপলার তেজে চক্ষু ঝলসিয়া যায়—
যেরূপ চলিছে মেঘ অধীর গগনে
এখনি আসিবে বৃষ্টি শ্রাবণ ধারায়।
আসিবে কি, এল এই ঝম্ ঝম্ করি,
কেমনে যাইব ফিরে কুটীরে আমার,
উপায় না দেখি কিছু—ওটা কিও হেরি,
সারবান বিল্ব বৃক্ষ প্রকান্ত আকার ?
নিদারুণ এ দুর্য্যোগে কোথায় বা যাই
উহার উপরি চড়ি রজনী কাটাই।

(বিল্ববৃক্ষে আরোহণ)

(মহাদেব ও গৌরীর প্রবেশ।)

গৌরী। কই হর! কেহইত পূজেনি তোমায়।
দিবাকর অস্ত গেল, নিশি আগমন ;
তাহাতে আঁধারে কিছু নাহি দেখা যায়
এ দুর্য্যোগে আসিবেক কোন্ ভক্তজন ?

মহাদেব। এখনো রজনী আছে নাহিক সন্দেহ—
কেমনে জানিলে তুমি আসিবে না কেহ ?

গৌরী। একে লোকালয় নহে, গহন কানন,
তাহে কৃষ্ণপক্ষ নিশি ঘোর অন্ধকার ;
তাহাতে মূষল ধারে সলিল বর্ষণ,
ঝটিকা, বিদ্যুৎ, বজ্র তাহাতে আবার।
কে আছে সাহসী হেন আসে এ বিপদে,
প্রাণের আশঙ্কা যাতে হয় পদে পদে ?
যা বলেছি তাই হ'ল, তব ভক্ত নাই
মিছা কেন ঘুরি, চল গৃহে ফিরি যাই ॥

মহাদেব। বৃষ্টি জলে আর্দ্রীকৃত হইল বসন,
পথশ্রান্ত হইয়াছি চলি বহুদূর।
সুবৃহৎ বিল্ববৃক্ষ কর দরশন,
চল ওর তলে গিয়ে করি শ্রান্তিদূর।
(মহাদেবের বামপার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক)

গৌরী। কি আশ্চর্য্য ? একদিন পৃথিবী ভ্রমণে
দেবতা হইয়া তুমি হইলে কাতর !
দেবতা সমাজ হায় কি বলিবে শুনে,
ত্রিভুবন ভ্রমে যারা দণ্ডের ভিতর ?

মহাদেব। কি বলিবে দেবগণ ? বলিবে না হয়,
"অতি বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য হ'য়েছে শঙ্কর,
বৃদ্ধ হয়ে বল তার পাইয়াছে লয়,

বাহন ব্যতীত হয় চলিতে কাতর।”
প্রশংসায় তোষ নাহি, নিন্দায় বা ক্রোধ,
উভয় সমান মম চিরকাল বোধ;

গৌরী। বিপরীতে সম প্রীত যদি তব মন,
তাহ’লে বিশ্রাম শ্রম সমান তোমার;
অতএব বিশ্রামের নাহি প্রয়োজন,
চল ফিরি যাই ত্বরা কৈলাশ আগার।
জয় পরাজয় যদি হয় হে সমান,
তাহ’লে জয়ের তরে কেন সহ ক্লেশ ?
কেন বা বধিছ নাথ! অবলার প্রাণ,
না হয় মানিনু হার, চল ব্যোমকেশ।

মহাদেব। চাতুরী বা মিষ্টবাক্যে শুন মহেশ্বরি!
নারিবে জিনিতে তুমি। আমার বচন
অন্যথা হবার নয়; দেখ শিরোপরি
সচন্দন বিল্বদল হইল পতন।

(রক্তাক্ত বিল্বপত্র মহাদেবের মস্তকে পতন)।

গৌরী। দেখি দেখি, সত্যই ত; কোন্ ভক্তজন
সরক্ত চন্দন বিল্ব দিল শিরোপরি ?

(ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপূর্ব্বক)

বৃক্ষেও ত কারে নাহি করি দরশন।
একি মায়া, মায়ামম! বুঝিতে না পারি।
ধ্যানস্থ হইয়া দেখি। [ধ্যান] পেরেছি বুঝিতে,

সেই নীলাম্বরে পুনঃ আমারে ছলিতে
আনিয়াছ এইস্থানে ; সেই ব্যাধবর
মাংসভার সহ আছে বৃক্ষের উপর।
পশুরক্ত সিক্ত যত বিল্বপত্র দল
ঝড়ে তব উড়ে শিরে পড়িছে কেবল।
পশুরক্ত তব কাছে চন্দন বিশেষ,
ঝড়ে যে পড়িল তাহা না গণ মহেশ।

মহাদেব। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে করে যে মোর পূজন,
তার মনোবাঞ্ছা করি তখনি পূরণ।
এই নীলাম্বর আজি উপবাস করি
অজ্ঞানে আমার পূজা করেছে শঙ্করি!
আজ হতে নীলাম্বর মম ভক্তবর,
তার মনস্কাম পূর্ণ করিব সত্বর।
মম বরে মান্যগণ্য হয়ে সবাকার—
ধরাধামে মম পূজা করিবে প্রচার।
ভক্তি পথে মানবের মঙ্গল কারণ
করিলাম আমি দেবি! এত আয়োজন।

গৌরী। লীলাময়! তব লীলা কে বুঝিতে পারে?
শত শত যোগী ঋষি বসি যোগাসনে
যাঁর তত্ব নাহি পায় শতেক বৎসরে,
তাঁরে আমি নারী হয়ে চিনিব কেমনে।
মম পরাজয়ে দুঃখ করি না শঙ্কর

তব পূজা প্রতিষ্ঠায় কৃতার্থ অন্তর।

মহাদেব। কি হেতু আমায় আজি বাড়াও শঙ্করি!
অনুক্ষণ আমি তব কৃপার ভিখারী।
তুমি দেবী আদ্যাশক্তি, তব শক্তি কণা
পাইয়া অসীম শক্তি লভে ভক্ত জনা।
তোমার শকতি লয়ে আমার শকতি,
তব সহায়তা বিনা নাহি মোর গতি।
মনে কি করেছ তব হইয়াছে হার?
হার নয় ইহা দেবী! বিজয় তোমার।
ছলেতে জিনেছি আমি, বাস্তবিক নয়,
যে শুনিবে সে বলিবে তোমারি বিজয়।
যেই তুমি সেই আমি নাহি ভেদাভেদ,
তব ভক্তে মম ভক্তে নাহিক প্রভেদ।
আশীর্ব্বাদ করি এবে ভক্ত নীলাম্বরে—
অবিলম্বে যাব চলি কৈলাস শিখরে।

(উচ্চৈঃস্বরে)

কেরে ভক্ত আছ মোর বৃক্ষের উপরে
নেমে এস আশীর্ব্বাদ করিব তোমারে।

(নীলাম্বরের বৃক্ষ হইতে অবরোহন)

নীলাম্বর। (ভূতলে জানু পাতিয়া উপবেশন পূর্ব্বক করযোড়ে)
অপরাধ করিয়াছি ক্ষম দ্বিজবর!
নীচে তুমি, ছিনু আমি বৃক্ষের উপর।

অজ্ঞান, অধম, দীন, বুদ্ধি শুদ্ধি হীন—
ক্ষম রোষ আমি তব কৃপার অধীন।

মহাদেব। তুষ্ট বই রুষ্ট নই তোমার উপর,
যাহা বলি অবহিতে শুন ব্যাধবর।
কৈলাস ঈশ্বর আমি; আজি হে আমারে
অজ্ঞানে পূজেছ থাকি বৃক্ষের উপরে।
আজ হতে তুমি মম প্রিয় ভক্ত বর,
মনোনীত বর মাগী লহরে সত্বর।

(সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাৎ পূর্ব্বক করযোড়ে)

নীলাম্বর। এদীনের প্রতি যদি তুষ্ট মতি,
পদধূলি দাও মাথে।
ওরাঙ্গা চরণে রেখ এ অধীনে
পুত্র পৌত্রে দুধে ভাতে॥
ওমা মহামায়া, দিও পদ ছায়া
শমন নিকটে এলে।
যেন মহেশ্বরি! দুর্গানাম করি
শিব লোকে যাই চলে॥

মহাদেব। তথাস্তু—

গৌরী। আমিও বর দিলাম তোমায়-
রম্য অট্টালিকা তব হইবে ত্বরায়;
তব পুত্র হইবেক রাজার জামাতা,
দীর্ঘজীবী করিবেন তোমারে বিধাতা।

মহাদেব। প্রতি বর্ষে এইদিন অমারজনীতে
করিবে আমার পূজা ভক্তিপূত চিতে।
ঘরে ঘরে শিবপূজা করিবে প্রচার ;
এস দেবি! যাই এবে কৈলাস আগার।

(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নীলাম্বর ব্যাধের প্রাসাদ সম্মুখ।

(চারিজন ব্যাধের প্রবেশ ও গান।)

সারি সারি আয় শীকারী
আগে চল ভাই রে—
হাতে মারি পেটে পূরি
এমন পেশা নাই রে।
চাহা হাঁস বাঘ বরা
ছাড়িনে কিছুই মোরা—
হরিনেরই গন্ধে যেন
হাতে স্বর্গ পাইরে।

১ম ব্যাধ। ওরে ভাই, আমরা পথ ভুলে এ কোথায় এসে পড়লুম ?

২য় ব্যাধ। দুর্ বেটা দিন কানা, পথ ভুলবে কেন? ওই যে সেই সিমুল গাছটা দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না।

১ম ব্যাধ। আরে তাইত, আমার চকে ধাঁধা লেগেছিল নাকি ?

৩য় ব্যাধ। আচ্ছা ভাই আমরা যদি পথ ভুলিনি, তবে এখানে রাজবাড়ী এল কেমন করে?

৪র্থ ব্যাধ। তুইও যে দেখ্‌চি চোকের মাথা খেয়েচিস্। ওটা বুঝি রাজবাড়ী ?

১ম ব্যাধ। রাজবাড়ী নাহক্ একটা কোটাবাড়ীত বটে। তায়

আবার যে সে কোটা নয়, এর কাছে রাজবাড়ীও হার মেনে যায়।

৩য় ব্যাধ। আমার বোধ হয় এ একটা রাজবাড়ী। কোন রাক্ষস রাজকন্যা শুদ্ধ এবাড়ী এনে রেখেছে। হয়ত জোর করে তাকে বিয়ে কর্‌বে।

২য় ব্যাধ। হ্যাঁ তা বরং হতে পারে, এ রকম ঢের শুনা গেছে।

১ম ব্যাধ। দাঁড়াও, এখানে কার বাড়ী ছিল আগে ঠিক করি। আচ্ছা এখানে আমাদের সর্দ্দার নীলাম্বরের বাড়ী ছিল না?

২য় ব্যাধ। আরে তাই ত তবে সে বাড়ী গেল কোথা?

৪র্থ ব্যাধ। হয়ত রাক্ষস টান মেরে আর এক দেশে ফেলে দিয়েছে।

২য় ব্যাধ। আহা সর্দ্দার বাড়ীতে নেই, অনেক দিন হ'ল মৃগয়ায় বেরিয়েছে; ফিরে এসে বাড়ী ঘর না দেখ্‌তে পেয়ে কেঁদেই মরবে! বেচারার কপাল নেহাত মন্দ, তা নাহলে আর এমন হয়।

৩য় ব্যাধ। যাক্ যা হবার তাত হয়েচে, তার জন্য আর দুঃখ কল্লে কি হবে। এখন একবার বাড়ীটার ভিতর ঢুকে দেখতে পাল্লে হয়।

১ম ব্যাধ। হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ বলেছিস্। দিনের বেলা কিছু আর রাক্ষস বাড়ীতে থাকে না। কেমন রাজকন্যা এনেছে দেখে চক্ষু সার্থক কর্ত্তে হবে।

২য় ব্যাধ। হয়ত তাকে মেরে রেখে গেছে।

৪র্থ ব্যাধ। ভয় কি, সোনার কাটি রূপার কাটী আছে ত।

৩য় ব্যাধ। পরামর্শ ত হচ্চে খুব; এখন বেরালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে কে যাবে বল দেখি বাবা?

১ম ব্যাধ। আঃ কি বল্‌ব কবচ খানা আন্‌তে ভুলে গেচি। নইলে সাহসটা একবার দেখিয়ে দিতুম।

২য় ব্যাধ। থাক্‌ত নেপাল দাদা আজ আমায় পায়কে। তুজনে মিলে বিশ্বজয় কর্ত্তে পারতুম, একটা রাক্ষসের বাড়ীর ভিতর ঢোকা ত সামান্য কথা।

৪র্থ ব্যাধ। (তৃতীয় ব্যাধের প্রতি) দাদা আমাকেও মাপ কর্ত্তে হবে। একটা তুঃস্বপ্ন দেখা অবধি প্রাণটা বড় খারাপ হয়ে রয়েছে।

৩য় ব্যাধ। হ্যাঁ হ্যাঁ ভায়া, শুধু সোনার কাটী রূপোর কাটী ছোঁয়াতে জান্‌লেই হয় না, (সদম্ভে) তোদের কারুই গিয়ে কাজ নাই। আমি একলাই যাব। এই দেখ সব কাপুরুষের দল। (অগ্রসর ও অন্য সকলের উঁকি মারিয়া দর্শন, তৃতীয় ব্যাধ দ্বারের নিকট প্রস্তর নির্ম্মিত বাঘ দেখিয়া) ওরে বাবা বাঘ যেরে! (পলায়ন ও ভয়ে এক জনের স্কন্ধদেশে উত্থান) দেখ্ দেখ্ আমার পা কেটে নেয়নিত (কম্পন)।

৪র্থ ব্যাধ। (স্কন্ধ হইতে তৃতীয় ব্যাধকে ফেলিয়া) ব্যাটারত

মুরদ ভারী। কি বাবা কম্প দিয়ে জ্বর এল নাকি, উনি আবার আমাদের কাপুরুষ বলেন।

২য় ব্যাধ। থাম্ থাম্ তোদের আর ঝগড়া কত্তে হবে না। এখন চল, মহারাজের কাছে খবর দিইগে। তিনি এসে যা কর্ত্তে হয় করবেন।

(গানের প্রথম লাইন গাইতে গাইতে সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

মাধুরীর কক্ষ।

মল্লিকা। ও ভাই তরলিকা রাজকুমারী যে দিন দিন ভেবে ভেবে ক্ষীণ হ'য়ে যাচ্চে এর উপায় কি বল্ দেখি। কত কবিরাজ বদ্যি দেখান হল, কিছুতেই ত কিছু হল না।

তর। সব রোগ কি আর কবিরাজী চিকিৎসায় সারে?

মল্লিকা। তা হ্যাঁ ভাই, মোহনের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দিলেই ত আপদ চুকে যায়।

তর। আপদ ত চুকে যায়; কিন্তু এদিকে রাজা যে কোট করে বসেছেন যে, যার চাল চুলো নাই তাকে কন্যা সম্প্রদান করবেন না, তার কি বল্ দেখি?

মল্লিকা। হক্ কথা বল্‌ব ভাই তাতে আর ভয় কি, রাজার কিন্তু এ কোট করা ভারী অন্যায়।

তর। সে কথা রাণীমা ঢের বুঝিয়েছিলেন; কিন্তু রাজা কি মেয়েমানুষের কথায় কান দেন। তবে মন্দের ভাল এই, যে রাণী মার অনেক পীড়াপীড়ি ও ভয় দেখানতে রাজা বলেছেন "যদি কোন দৈব ঘটনায় নীলাম্বরের অবস্থা ফিরে যায় তাহ'লে তার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে কোন আপত্তি নাই।"

মল্লিকা। যাহক্ ভাই, এখন ভালয় ভালয় রাজকুমারীর ভাল হলেই বাঁচি। ঐ বুঝি সখি আস্‌ছে।

(মাধুরীর প্রবেশ।)

এস এস সখী রাজনন্দিনী এস।

তর। আহা! কমলিনীর এমন বিরস বদন কেন?

মাধুরী। আবার তোমারও কাটাঘায়ে নুনেরছিটা দিতে আরম্ভ কল্লে?

তর। সে কি সখী! আমরা কি তোমার প্রাণে কষ্ট দিতে পারি! আমরা যে তোমার সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী।

মল্লিকা। সখি! আমার যেন মনে নিচ্চে যে এতদিন পরে তোমার বিয়ের ফুল ফুটেছে।

মাধুরী। সে কার সঙ্গে? বোধ হয় যমের সঙ্গে।

তর। বালাই, বালাই, ওকথা কি বল্‌তে আছে। সখী তুমি হ'লে কি?

মাধুরী। সখি! কাল রাত্রে এক স্বপ্ন দেখে অবধি আমার প্রাণ আরও ব্যাকুল হয়েছে। স্বপ্নের যে কি ফল হবে কিছুই ভেবে ঠিক কর্ত্তে পাচ্চি না।

মল্লিকা। সখি! কি স্বপ্ন দেখেছ, আমরা কি শুন্‌তে পাইনে?

মাধুরী। তোমাদের কাছে আমার কোন্ কথাই বা গুপ্ত আছে? স্বপ্নবৃত্তান্ত বল্‌চি শোন—

নিশীথে নিদ্রিত আছি, অকস্মাৎ মনে
হইল, কানন মাঝে আমি একাকিনী—
বৃক্ষে বৃক্ষে কত ফুল ফুটেছে সজনি!
নির্ণয় নাহিক তার; শঠ মধুকর
গুণ্ গুণ্ রবে বন আমোদিত করি
পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে করিছে গমন।
সযতনে তুলি ফুল গাঁথিলাম মালা;
সাজিলাম ফুল সাজে; বনদেবী যথা
সাজান আপন অঙ্গ ফুল আভরণে।
সহসা পশিল কর্ণে ভীষণ গর্জ্জন,
চমকি চহিনু ফিরি—দেখিলাম হায়
ভয়ঙ্কর পশুরাজ আসিছে পশ্চাতে।
মৃগরাজে হেরি, মৃগী যথা দ্রুত ধায়
দিগ্বিদিক নাহি গণি, হয়ে বুদ্ধি হারা
ছুটিনু তেমতি আমি; সম্মুখে পর্ব্বত,
বিনা ব্যাজে তদুপরি উঠিনু ত্বরিতে।
ছুটিতে ছুটিতে হল চরণ স্খলন;
শৈল শৃঙ্গ হতে সখি ভয়ঙ্কর বেগে
পড়িতে লাগিনু আমি; অর্দ্ধ পথে যেন
একবীর মম দেহ লইল লুফিয়া।
হারানু চেতন আমি; চেতন পাইয়া
দেখিনু মোহন ক্রোড়ে রয়েছি শায়িতা।

কুসুমের মালা মম অঙ্গচ্যুত হয়ে
পড়েছে তাহার গলে, কতই সুন্দর,
কতই উজ্জ্বল সেই সুচারু বদন।
হাঁসি হাঁসি মম গলে দিয়া পুষ্প মালা
কহিলা, মাধুরী! প্রিয়ে! দেখ একবার
তব সনে হল আজি মাল্য বিনিময়!
অমনি ভাঙ্গিল সখি! সুখের স্বপন,
'কোথায় মোহন' বলি করিনু রোদন।
হায় স্বপ্নদেবী কেন করিলে বঞ্চনা,
বধিবারে বুঝি এই অবলা ললনা।

মল্লিকা। সখি! এ স্বপ্ন নিশ্চয়ই শুভসূচক, তা নাহলে—

তর। চুপ কর্ ভাই, কে আস্‌ছে। আমি পায়ের শব্দ শুন্‌তে পাচ্চি।

মল্লিকা। বোধ করি রাজা আর রাণীমা এদিকেই আস্‌ছেন। চল আমরা লুকিয়ে ওদের কথা শুনব এখন।

মাধুরী। শুন্‌তে হয় তোমরা শোন—আমি এখন একটু বাগানে বেড়াইগে।

(মাধুরীর প্রস্থান ও মল্লিকা ও তরলিকার লুক্কায়িত হউন।)

(রাজা বীরকেশর ও রাজ্ঞী লীলাবতীর প্রবেশ)

লীলা। হর্ষবিকশিত নাথ তোমার বদন;
দাসীকে বলহে কেন আনন্দ সঞ্চার।

সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী আমি যে তোমার,
দাও আনন্দের ভাগ বল বিবরণ।

রাজা। এতদিন পরে প্রিয়ে! দারুন ভবনা
ঘুচিল, নিস্তার পেনু কন্যাদায় হতে।
গত নিশি শেষ ভাগে, শুভাদৃষ্ট বশে
স্বপ্নাবেশে প্রত্যাদেশ হইল আমায়—
কি কর কি কর বীরকেশর সুমতি,
কেমনে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে বসিয়া?
বড় আইবড় কন্যা রয়েছে মাধুরী,
কেমনে তাহারে হেরে রুচে অন্ন জল?
নীলাম্বর সুতে সতী অনুরাগবতী,
অবিলম্বে তারে কর কন্যা সম্প্রদান।
কুণ্ঠিত হওনা তাহে; মহেশের বরে
হইয়াছে নীলাম্বর মহা ধনবান্।
অমনি ভাঙ্গিল ঘুম; বালার্ককিরণ
দেখিলাম তরুরাজি করেছে রঞ্জিত।
পাছে মিথ্যা হয় বলি, সুস্বপ্ন বারতা
বলি নাই কারো কাছে। আনন্দে সভায়
উপনীত ধীরে ধীরে; শুনিলাম তথা
কতিপয় ব্যাধমুখে অপূর্ব্ব কাহিনী।
নিশিযোগে নীলাম্বর-নিষাদ-নিবাস
পর্ণশালা হইয়াছে রম্যসৌধবর।

ঘুচিল সংশয় মোর; করিলাম পণ,
মহেশের প্রিয়ভক্তে বৈবাহিক করি
সফল করিব মম বিফল জীবন।

লীলা। বহুদিন বারি বিনা তৃষার্ত্ত চাতক
নবঘনোদয় দেখি যথা সুখী হয়,
অথবা তিমিরাবৃত অমারজনীতে
চকোর দেখিলে শশী হয় হে যেমন
তত সুখ উপজিল মনে প্রাণেশ্বর!
এ শুভসংবাদ শুনি; স্নেহের প্রতিমা
তনয়ার মনোমত মিলিল হে বর,
ভাবি হর্ষে নাচিতেছে আমার অন্তর।
বলিব সুখের কথা তারে নিজ মুখে,
ঝাঁপিয়া আসিবে কোলে শুনে মা আমার,
প্রেমানন্দে পুলকিত হইবে শরীর।
কোথা গেল স্নেহলতা? মাধুরী—মাধুরী
বোধ হয় উপবনে; চল তথা যাই।

(উভয়ের প্রস্থান ও মল্লিকা ও তরলিকার বাহিরে গমন)

মল্লিকা। আজ ভাই আমাদের কি আনন্দের দিন!

তরলিকা। আঃ তা আর বল্‌তে—চল সখির বাসর সাজাবার যোগাড় দেখিগে।

(গীত)

(আজিলো) ভাসিল সুখ সাগরে।
মোহন-মাধুরী দোঁহে এত দুঃখ ভোগ করে ॥
মিলে নয়নে নয়নে, নীরবেতে আলাপনে,
মিটাবে প্রণয় ক্ষুধা বিষাদ পালাবে দূরে।
প্রেমিক প্রেমিকা দোঁহে মিলিত হবে বিবাহে,
আমরা উভয় সখি হরষিত হব হেরে

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রাজ-অন্তপুর (বাসরঘর)

মোহন, মাধুরী ও সখীগণ উপবিষ্ট

ধানদূর্ব্বাহস্তে বৃদ্ধাপুরবাসিনী ও প্রতিবাসিনীর সহিত রাণীর প্রবেশ।

রাণী। এস মা সকলে এস, আমার মোহন মাধুরীকে সকলে আশীর্ব্বাদ কর্‌বে এস! আহা কি সুন্দর মানিয়েছে দেখেছ?

বৃদ্ধাপুরবাসিনী। তা আর বল্‌তে, ঠিক যেন কৃষ্ণ রাধার মিলন হয়েছে। আহা মরি মরি!

রাণী। মোহন! আজ আমার সর্ব্বস্বধন নয়নের মণি মাধুরীকে তোমায় সমর্পণ করিলাম, তাকে যতনে রেখো! আর মাধুরী! তুমি যাকে আজ পতিরূপে পেলে তাহাকে মহাগুরু মনে করে এ সংসারে হাসি মুখে সুখে কাল কাটাও—এই আশীর্ব্বাদ করি।

প্রতিবাসিনী। রাণীমার যেমন ভাবনা ছিল মেয়ের বিয়ের, তেমনই চাঁদের মতই জামাই হয়েছে।

রাণী। চল আমরা সব এখন যাই, এরা সব আমোদ আহ্লাদ করুক। 'মল্লিকা তরলিকা! তোরা সব গান টান কর এদের নিয়ে, আমরা চল্লুম তবে এখন।

তরলিকা। (জনান্তিকে) সে আর বল্‌তে রাণীমা—এই দেখ না সব কি করি তোমার জামাইকে নিয়ে।

(রাণী ও বৃদ্ধাদের প্রস্থান)

মল্লিকা। ওহে বর চুপ করে থাকলে চলবে না, গান টান গাও।

মোহন। গান।

মল্লিকা। হ্যাঁ—আকাশ থেকে পড়লে নাকি ?

মোহন। আমি তোমাকে গান গাইতে বল্লেম আর তুমিও ত রাজি হলে। কিন্তু এমন চমৎকার গান ত কখন শুনি নি। ঐ গানটা শিখ্‌তে হবে।

তরলিকা। তাইত রে তোকে ঠকিয়ে দিলে যে, দাঁড়াও আমি বরের কানটা কেটে নিচ্ছি। বলি ও বর বর ?

মোহন। আজ্ঞে আমি ত কালা নই অত চেঁচিয়ে ডাক্‌বার দরকার কি ?

মল্লিকা। উত্তর দিলে ? ওযে তোমায় বর্ব্বর বল্লে !

মোহন। উপায় কি ? তোমরা আজ যা বল্‌বে তাই—ই সত্য করতে হবে দেখ্‌ছি।

তৃতীয় সখী। ও সব বাজে কথা যাক্‌, আমি যা বলি তাই শোন। বরকে সকলে একটা গান কর্‌তে বল।

চতুর্থ সখী। এই বেশ কথা, এখন ভাই বর একটা গান গাও—আমরাও যে যার ঘরে যাই।

পঞ্চম সখী। আর তুমি বুঝি শুধু ফাঁকি দেবে ? তা হচ্ছে না।

তরলিকা। তুই আবার ফোড়ন দিচ্ছস্ কেন বল্‌ত ?

মোহন। গরীবের দিক্ হয়ে একটী কথা বলছে বলে যত দোষ ওর হল বুঝি ? বেশ ! বেশ !

ষষ্ঠ সখী। কথা কাটাকাটিই তো চললো দেখছি—বলি আসলে কিছু হবে টবে ?

সপ্তম সখী। তবে ভাই তুই নাচ্ আর আমি গাই তাহলেও ত তবু কিছু একটা হবে।

অষ্টম সখী। আমার ইচ্ছা রাণীমা যা বলে গেলেন এস তাই করি।

মল্লিকা। হ্যাঁ সে তো আছেই। সত্য ভাই বর এখন একটা গান গেয়ে ফেল দেখি লক্ষ্মী ছেলের মত।

মোহন। একান্তই গাইতে হবে ?

তরলিকা। তা না ত কি শুধু তোমার মুখ দেখব বলে সকলে এতক্ষণ বসে আছি বুঝি ?

মোহন। (গান)

হেঁসনা মল্লিকা পারুল নাহি চাই আর তোদের হাঁসি।
চামেলী জুঁই বকুল চাঁপা তোদের আর না ভালবাসি॥
গোলাপ লো তোর তরে যেদিন
হতাম পাগল গেছে সেদিন,
পড়েছে নয়নে যেদিন মনোলোভা মুখশশী।
জীবন্-কানন মাঝে
পাইনু যে ফুল্ল-কুসুম
তাহারি সুবাসে বিভোর তারই তরে প্রাণ উদাসী॥

মল্লিকা। ওকি ভাই তুমি আমার হাঁসি চাও না তবে আর আমি হাঁসব না।

মোহন। তোমাকে কি বলেছি ?

মল্লিকা। তবে কাকে ?

মোহন। মল্লিকা ফুলকে।

মল্লিকা। তাই ভালো।

মোহন। এইবার তোমাদের পালা।

তরলিকা। আচ্ছা! আয় ভাই সকলে মোহন মাধুরীকে সিংহাসনে বসিয়ে ভাল করে মিলন করিয়ে দিই।

সকলে। এস ভাই দুজনে।

(মোহনের বামপার্শ্বে মাধুরীকে কুসুম-শোভিত সিংহাসনে বসাইয়া সকলের গীত।)

(গান)

আকাশের চাঁদ ধরাতে উদয় দেখ্‌বি যদি আয়।
সুরস সুবাস ফুল্ল কুসুম কুমুদী মিলেছে তায়॥
দেখ কত কথা দুটীতে
নীরবে নয়নে নয়নেতে,
দেখিতে দেখিতে উথলয় সখি সমুদয় দোহার প্রণয়সাগর লো—
সোহাগ ভরেতে কুমুদিনী ধনী পড়েলো চাঁদের গায়॥

যবনিকা পতন।